জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সেন্ট্রাল হলে প্রতিবাদ

বাংলার মনীষীদের বারবার অপমান করে চলেছে বিজেপি। নয়াদিল্লির সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে মৌন প্রতিবাদ করলেন তৃণমূলের সাংসদরা। হাতে ছিল বাংলার মনীষীদের ছবি

হিমেল হাওয়া

সকালে কুয়াশা এবং সঙ্গে হিমেল হাওয়ায় জমিয়ে শুরু শীত। গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই শীতের আমেজ। চলতি সপ্তাহে শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উইক-এন্ডে জমিয়ে শীতের আমেজ

১০০ দিনের টাকা ছাড়া হয়নি, কেন্দ্র জানাল অভিষেকের প্রশ্নের জবাবে

বিএলও নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্র ও কমিশনের : কোর্ট

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৯৫ ● ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 195 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 10 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

অপমানের নির্দেশিকা কেন্দ্রের নোটের কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ

রৌনক কুণ্ডু ● কোচবিহার

কেন্দ্রের পাঠানো সার্কুলারের নোট নিয়েছিলেন নিজেই। সেই কাগজ মঞ্চেই ছিঁড়ে ফেলে মুখের ওপর জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, বাংলায় কোনওভাবেই কেন্দ্রের গা-জোয়ারি চলবে না।

মঙ্গলবার কোচবিহারের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী কাগজ ছিঁড়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াতেই হাততালিতে গর্জে ওঠে জনসমুদ্রে পরিণত হওয়া জনসভা। এদিন কোচবিহারের রাসমেলা মাঠের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা মাথা নত করেনি ও করবেও না। বাংলা মাথা উঁচু করে চলতে জানে। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট হয়ে যাওয়ার পর একটা চিঠি দিয়েছে আমাদের। তাতে বলা হয়েছে শর্ত অনুযায়ী 'কোয়ার্টারলি লেবার বাজেট' দেখাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, লেবার বাজেট দেখাবার সময় কোথায়? এটা ডিসেম্বর মাস। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন। শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে, একটি গ্রামসভায় মাত্র ১০ জন কাজ পাবে আর কেউ কাজ পাবে না। এটা হয় কখনও? একটা

কেন্দ্রের নির্দেশে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। ছিঁড়ে ফেললেন নোটের কাগজ। মঙ্গলবার।

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় জনবিস্ফোরণ ● ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক ● বিএসএফ অত্যাচার করলে সামনে নেতৃত্ব দেবেন মহিলারা, বোঝাবেন বাংলার নারীশক্তি ● সোনালিদের ফিরিয়েছি, বাকিদেরও ফেরাব

পরিবারেই তো দশজন লোক থাকে! তারপর বলছে ট্রেনিং দিতে হবে! কবে ট্রেনিং দেবেন? আর কবে কাজ দেবেন? এরপর মুখ্যমন্ত্রী হাতে কেন্দ্রের নির্দেশের নোটের কাগজ তুলে নিয়ে বলেন, আমি বলি তোমার এই কাগজটার কোনও 'ভ্যালু' নেই, এটা 'ভ্যালুলেস'। এরপরই তাঁর আত্মবিশ্বাসী লাইন, আবার আমরা ক্ষমতায় আসব। এসে কর্মশ্রী ৭৫ থেকে ৮০ দিন আমরা কাজ করব। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, একশো দিনের কাজ বাংলাই করবে, তোমাদের ভিক্ষা চাই না। তাই আমি আমার রাজ্য সরকারকে লেখা এই নোটটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। আমি মনে করি এটা অসম্মান, অপমান।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বন্ধু

বন্ধু আমার থাকো কোথায়
কোন সুদূরের নির্জন পুরে
আঁখি দিয়াতে জলে উন্মুক্ত ঘূর্ণি
কণ্ঠ কেন তোমার স্তব্ধ সুরে।।

নয়নতীরে নয়ন ভাসে
কবে কখন বন্ধু আসে
ভেবেছিলাম তুমি যাযাবর শিশু
মেরির কোলের শান্ত যিশু।।

ছুটেছিলে এক মরুবিজয়ে
বিজয়কেতন ওড়াবে জয়ে
উল্কা ঝড়ের বরফ সাদায়
রেখে গেলে সব নিজেরে হারিয়ে।।

লঙ্ঘিতে গেলে হিমালয়
আর নজর সপ্তর্ষিতে
হিমাচলের হিমশীতল শীর্ষে
ঘুমিয়ে গেলে বরফ ধরণীতে।।

তাজা ফুলে, ফুলদানি ভরে
অপেক্ষা করে আলোক বৃষ্টি
বন্ধু আমার আসে না ফিরে
বাঁধ ভাঙে, ভাঙে নয়ন বৃষ্টি।।

নাকে খত দিলেও বাংলা ক্ষমা করবে না বিজেপিকে

প্রতিবেদন : বাংলার মনীষীদের অপমানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে বসেন! সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। আর মঙ্গলবার এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপিকে ধুয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কোচবিহারের জনসভা থেকে বলেন, ওরা বাংলার মনীষীদের অপমান করছে। বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা! (এরপর ১০ পাতায়)

ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুন : নেত্রী

প্রতিবেদন : কোচবিহারের জনসভার মঞ্চ থেকে দলীয় নেতৃত্বকে একসঙ্গে চলার বার্তা দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি বলেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোনওরকম কিছু না রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে গোটা দলকেই মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকমাস বাকি, তার আগে সাংগঠনিক স্তরে এতটুকু ফাঁক চান না তিনি। সেই লক্ষ্যেই এদিনের বার্তা।

অসুস্থ বিএলওকে অ্যাম্বুল্যান্সে এনে কমিশনে প্রতিবাদ

প্রতিবেদন : এসআইআরের প্রবল কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে প্রায় ১৪ দিন এসএসকেএমে ভর্তি ছিলেন বিএলও দেবাশিস দাস। তাঁর শরীরের একাংশে পক্ষাঘাত হয়েছে। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই তাঁকে নিয়ে কমিশনের সিইও দফতরের সামনে এনে ক্ষতিপূরণের দাবি করেন বাকি বিএলওরা। কিন্তু কমিশন এতটাই নির্মম ও নির্দয় যে একবার বেরিয়ে এসে দেখাও করেনি ওই অসুস্থ বিএলও-র পরিবারের সঙ্গে। অসুস্থ বিএলও-র

অ্যাম্বুল্যান্সে অসুস্থ বিএলও দেবাশিস দাস।

ছেলে সৌরভ দাস জানান, নামখানায় যেখানে বিএলও হিসেবে কাজ করছিলেন দেবাশিসবাবু, সেখানে বেশিরভাগ মানুষই নিরক্ষর। তাঁদের এসআইআর নিয়ে বোঝানোর জন্য অনেক সময় ও ধৈর্য দরকার। তারপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ ছিল যে, দ্রুত শেষ করতে হবে এবং তারপর ডিজিটাইজেশন, মোবাইল তিনি খুব ভাল একটা চালাতে পারেন না। এর মধ্যে কমিশনের প্রবল চাপের জন্য হঠাৎই অসুস্থ (এরপর ১০ পাতায়)

সংবিধান রক্ষার দাবিতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মিছিলে শশী পাঁজা, শিউলি সাহা, চৈতালি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মঙ্গলবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 December, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৮৮ প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮) এদিন বগুড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। ১৯০৮ সালে মোকামা স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে পুলিশ ঘিরে ফেলায়, তিনি আর কোনও উপায় না দেখে আত্মহত্যা করেন। এটি প্রচলিত তথ্য। পুলিশ রেকর্ড অবশ্য অন্য কথা বলছে। প্রাপ্ত তথ্য ও সংবাদ অনুসারে, অনেক গবেষক বলেন, প্রফুল্লকে হত্যা করা হয়েছিল।

১৯৪৮ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভা এদিন মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাটি গ্রহণ করে। তাই প্রতি বছর এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ২০২১-এ মানবাধিকার দিবসের বিষয়-ভাবনা মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার প্রথম ধারার প্রতিধ্বনি, "সকল মানুষই জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং অধিকার ও সম্ভ্রমের দিক থেকে সমান।"

১৯৯৬ দক্ষিণ আফ্রিকায় এল নতুন সংবিধান। এদিন তাতে স্বাক্ষর করেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এতদিন ধরে চলে আসা বর্ণবিদ্বেষমূলক শাসনের অবসান হল এর ফলে। সেদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

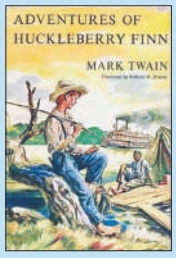

১৮৮৪ প্রকাশিত হল 'অ্যাডভেঞ্চারস অফ হাকেলবেরি ফিন'। মার্ক টয়েনের লেখা এই বিখ্যাত কিশোর উপন্যাসটির বিষয়বস্তু মূলত মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন। এদিন বইটি ইউনাইটেড কিংডম ও কানাডাতে প্রকাশিত হয়। আমেরিকাতে প্রকাশিত হয় পরের বছর।

১৮৭৮ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (১৮৭৮-১৯৭২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী, এবং ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল। তিনি তামিলনাড়ু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ভারতরত্ন পেয়েছিলেন।

১৮৩০ এমিলি ডিকেনসন (১৮৩০-১৮৮৬) ম্যাসাচুসেটস শহরের নিকটবর্তী আমহার্স্ট শহরে এদিন জন্মগ্রহণ করেন। নিভৃতচারী আর নির্জনতার কবি হিসেবে সর্বকালের সাহিত্য ইতিহাসে অন্যতম স্থান দখল করে আছেন এমিলি ডিকেনসন। প্রথাবিরুদ্ধ এবং লৌকিকতাবর্জিত এই কবি বিংশ শতাব্দীতে কবিতার জগতে এনেছেন এক নতুন ধারা। প্রচারবিমুখ এই কবির কাব্যপ্রতিভা বিশ্ব দরবারে পরিচিত লাভ করে তাঁর মৃত্যুর পর। ১৮৯০ সালে প্রথম এমিলির ছোট বোন লাভিনিয়া, তাঁর কাব্যগ্রন্থের বিশাল বান্ডিল আবিষ্কার করেন এবং তা ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। যদিও প্রথম বইটিতে অনেক পরিমার্জন করা হয়। কোনও ধরনের পরিমার্জন ছাড়া এমিলি ডিকেনসন-এর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। বইয়ের নাম 'দ্য পয়েমস অফ এমিলি ডিকেনসন'।

১৮৭০ স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) এদিন রাজশাহির করচমারিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এমএ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপক ভাইস চ্যান্সেলর। ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় ইতিহাস চর্চা শুরু করেন। ১৯০১-এ পাঁচ খণ্ডে 'হিস্ট্রি অফ ঔরংজেব' প্রকাশিত হয়। ভারতে ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার তিনিই পথিকৃৎ। এ কারণে দেশবাসী তাঁকে আচার্য হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

১৯০১ প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হল। ডিনামাইটের আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেলের নামাঙ্কিত এই পুরস্কার প্রথম দেওয়া হল তাঁর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে।

১৮১৫ আডা লাভলেস (১৮১৫-১৮৫২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম অগস্তা আডা বায়রন। স্বনামধন্য ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের কন্যা। চার্লস ব্যাবেজের সহকারী ছিলেন। বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ। বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে খ্যাত।

১৭৬৮ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা এদিন ইংল্যান্ডে প্রথম প্রকাশিত হল। এটি ইংরেজিতে রচিত বিশ্বকোষ। তাবৎ তথ্যের বিপুল ভাণ্ডার।

কর্মসূচি

■ বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার্থে পিয়ারপুর অঞ্চল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের মিছিলে উপস্থিত জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই, মহিলা সভানেত্রী মৌসুমী বাসু চট্টোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৮০

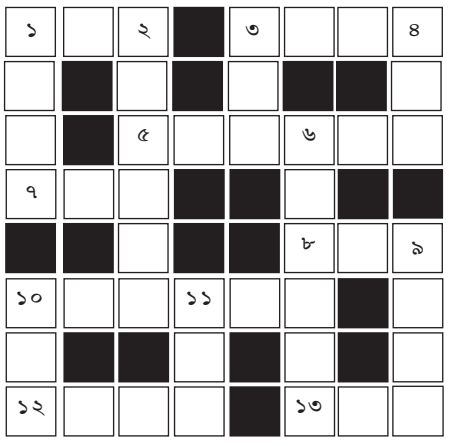

পাশাপাশি : ১. বিদ্যুৎ ৩. ভোজন, আহার ৫. গূঢ় তাৎপর্যময় ৭. সোপান, সিঁড়ি ৮. বেগ ১০. প্রথাগত নিয়ম বা তা পালন ১২. নির্দয় ১৩. লাফ দেওয়া।

উপর-নিচ : ১. অন্ধকার গহ্বর ২. ছোট ভাইয়ের স্ত্রী কর্তৃক ভাশুরকে সম্বোধন ৩. হাস্যরত ৪. নাচ যার পেশা বা জীবিকা ৬. মেষশ্রেণি ৯. দুর্গা, পার্বতী ১০. তার ১১. জনহীন স্থান।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭৯ : পাশাপাশি : ১. কানখাড়া ৩. দৈবত ৫. ভান ৬. রগড়া ৮. নব ১০. টেবিল ১৩. জপ ১৫. লুণ্ঠক ১৮. মেদ ১৯. সারাগা ২০. দিলরুবা।
উপর-নিচ : ১. কাত্যায়ন ২. খাবার ৩. দৈন ৪. তপ্ত ৫. ভাড়াটে ৭. শৈলজ ৯. বসতি ১২. হলুদ ১৪. পদসেবা ১৬. কবুল ১৭. চৌসা ১৮. মেগা।

৯ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৯০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.০১	৮৯.১৬
ইউরো	১০৬.১৩	১০৩.৭৩
পাউন্ড	১২০.৮৫	১১৮.৪৬

নজরকাড়া ইনস্টা

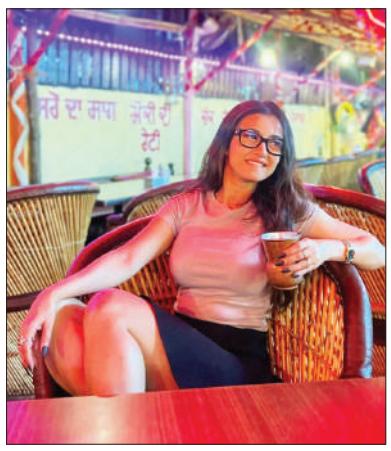

■ মনামী ঘোষ

■ অপরাজিতা আঢ্য

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

10 December 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১০ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

কোচবিহারে রাসমেলা ময়দানে তৃণমূলনেত্রীর জনসভা

বিএসএফের অত্যাচার

মোকাবিলা করবে বাংলার মেয়েরাই

রৌনক কুণ্ডু • কোচবিহার

সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কাজকর্ম নিয়ে ফের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কোচবিহারের জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ওরা সীমান্তে গিয়ে অত্যাচার করবে। ভয় পাবেন না। বিএসএফ অত্যাচার করলে মেয়েদের এগিয়ে দিন। ছেলেরা পেছনে থাকবে। মা-বোনেদের ক্ষমতা বড় নাকি বিজেপির ক্ষমতা বড় দেখতে চাই। বিজেপির কাছে মাথা নত করি না। তাঁর সংযোজন, ভয় পাবেন না। কেউ বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না। দুর্দিনে আমাদের পাবেন। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকবেন। নতুন ভোটাররা নাম তুলবেন ভাল করে। বিজেপি স্বৈরাচারী সরকার। এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। এরা গায়ের জোরে যা ইচ্ছা করবে। ওদের মিথ্যা কথা শুনবেন না, ওদের বিশ্বাস করবেন না। এনআরসি মানি না। মানুষ বিতাড়িত হবে না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না। পঞ্চানন বর্মাকে ছুঁয়ে শপথ বাংলাকে রক্ষা করব। নির্বাচনের আগে এত খিদে? কোটি টাকা রোজগার করে পেটে এত খিদে? এতদিন বাংলায় থেকে আমরা দেশের নাগরিক কি না প্রমাণ দিতে হবে? লজ্জা করে না! বিজেপি নেতাদের প্রশ্ন করুন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কোথায় ছিলেন!

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষ রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মভূমিতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালাম। বাংলার বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত করছে বাংলা-বিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী, বাংলা ভাষা-বিরোধী বিজেপি। বিজেপির বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ন্যায্য টাকা থেকে বঞ্চিত বাংলা। কেন্দ্রের বঞ্চনার পরেও আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'কন্যাশ্রী', 'কর্মশ্রী', 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী', 'বাংলার বাড়ি', 'তরুণের স্বপ্ন'-এর মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

সোনালিদের ফিরিয়েছি, বাকিদেরও ফেরাব

সংবাদদাতা, কোচবিহার : আপনারা বাংলায় বহাল তবিয়তে থাকবেন। এক রাজ্য আরেক রাজ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অসম থেকে কোচবিহারে চিঠি পাঠাচ্ছে! মনে রাখবেন বাংলায় কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। মঙ্গলবার কোচবিহারের জনসভায় দাঁড়িয়ে ফের আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, সোনালি বিবি-সহ তাঁর পরিবারের কয়েকজনকে পুশব্যাক করেছিল বাংলাদেশে। আমরা লড়াই করে ওদের ফিরিয়ে এনেছি। বাকিদেরও ফেরাব। সুন্দরবনের ৩২ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশে আটকে ছিল। তাদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ভয় পাবেন না।

সম্পাদকীয়

10 December, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নোংরা খেলা

বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে আঘাত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। একদিকে সংবিধানকে প্রতি পদে পদে কলুষিত করছে, সংবিধানের মূল আধারকে নষ্ট করে দিতে চাইছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ভেঙে খান খান করার অপচেষ্টা। তার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। প্রতিবাদ হচ্ছে এবং হবে। অন্যদিকে বাঙালির গর্ব যেসব মনীষীরা তাঁদের সংসদ থেকে শুরু করে সংসদের বাইরে অপমান করা হচ্ছে। ইচ্ছাকৃতভাবে। আসলে বাংলার বুকে কিছুতেই বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। বারবার পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই রাগ এবং উষ্মা থেকে চলছে নিম্নমানের খেলা। বাংলা কিন্তু সহ্য করবে না। এখানেই শেষ নয়, বাঙালি হকারকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মারধর করা হচ্ছে। গীতাপাঠের আসরে কেন চিকেন প্যাটিস বিক্রি করা হচ্ছে সে-নিয়েও আক্রমণ করা হচ্ছে। একজন হকারের বেঁচে থাকার অধিকারের উপরেই আঘাত করার চেষ্টা চলছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এ-জিনিস বিগত কয়েক মাসে বারবার দেখা গিয়েছে। এবার বাংলাতে সেই বিদ্বেষ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। কিন্তু এই ধর্মীয় বিভেদের রাজনীতি বাংলা মেনে নেবে না। বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করবে বাংলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি। বিজেপির এই অপচেষ্টা নতুন কিছু নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তাদের আসল রূপটা দেশবাসী জানেন। আর জানেন বলেই বাঙালি রুখবেন। আগামী ভোটে এর ষোলো আনা জবাব দেবেন ১০ কোটির বেশি বাংলার মানুষ।

e-mail থেকে চিঠি

বঙ্কিমদা!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা! যেন মনে হচ্ছে শ্যামদা, হরিদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি জাতীয় গীত রচনা করেছিলেন, তাঁকে এইটুকু সম্মান দিলে না। আপনাদের নাকখত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে। তাতেও ক্ষমা হবে না। সঠিক কথাই বলেছেন জননেত্রী। এঁদের অজস্র কীর্তি। বলে শেষ করা যাবে না। সাম্প্রতিক নজির গুলো তুলে ধরা যাক। রাজা রামমোহন রায়কে বলে দিলেন তিনি নাকি দেশপ্রেমী নন। সন্ত্রাসবাদী বলে দেওয়া হল ক্ষুদিরাম বসুকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙলেন। সেই সঙ্গে চালু করেছেন এসআই আর। ভোটার তালিকা সংশোধন তো নয়, যেন হরর মুভি! দিনে বুক ধড়ফড় করছে। রাতেও ঘুম নেই। ভোটার কার্ড নিয়ে এমন অবস্থা জন্মে হয়নি। ভোটে কী হবে, কে ক'টা আসন পেতে পারে, ভোটের ইস্যু কী হবে... অন্যবার প্রশ্নগুলো এই সময়ের মধ্যে পাক খেতে শুরু করে দেয়। অন্তত 'রাজনীতি সচেতন' বাংলাতে তো বটেই। এবার আর সে-সবের বালাই নেই! আলোচনার এপিসেন্টার একটাই— এসআইআর! আগে নাম উঠুক, তারপর তো ভোট দেব! এই বিপুল সংখ্যার ঝুড়িতে আমার-আপনার নাম থাকবে কি না। মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ ভাবছে, এই তো নাগরিকত্ব পেয়ে যাব! তার পরই পূরণ করে দেব ৬ নম্বর ফর্ম। দু'মাসের মধ্যে নাম উঠে যাবে ভোটার তালিকায়। কিন্তু সেটা কি সত্যিই সম্ভব হবে? এই প্রশ্ন থাকছে। কারণ, মতুয়াদের ভোটাধিকার দেওয়া হবে কি না, তা পুরোটাই ঠিক করবে নির্বাচন কমিশন। গেরুয়া শিবিরের নেতারা কীভাবে এসআইআর শুরুর এক মাস আগে বলতে পারেন যে, বাংলায় ১ কোটির উপর নাম বাদ যাবে? ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রায় ৫৫ লক্ষ নাম বাদ যাওয়াটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। কমিশনের হিসেব বলছে, এরা হয় মৃত, না হলে স্থানান্তরিত। এছাড়া একটা অংশের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এভাবেই বুঝি ভোটের হিসেবে গড়বড় করে নরেন্দ্র মোদি হয়ে উঠবেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। চিনের মতো একনায়কের সিংহাসন পেতে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন ভারত। ইতিহাস শুধু নয়, বদলে যাবে সংবিধানও। বছরের পর বছর নির্বাচন হবে না। বিরোধীরা কণ্ঠরুদ্ধ অবস্থায় সংসদ নামক 'মন্দিরে'র এক কোণায় পড়ে থাকবে। বছরের পর বছর দেখবে, শুনবে, সহ্য করবে সাধারণ মানুষ। ওরা ভুলে যায়, সময়ের চাকা কখনও থেমে থাকে না। মানুষ মেনে নেয়, সহ্য করে, ভোলার চেষ্টা করে... কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত। ছিটকে আসা একটি স্ফুলিঙ্গ বারুদের স্তূপে পড়া পর্যন্ত।

— শ্যামল গোপ, দুর্গাপুর, পূর্ব বর্ধমান

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কুৎসাকারীরা হুঁশিয়ার

এগিয়ে চলেছে বাংলার সরকার

কুৎসাকারীদের মুখে ঝামা ঘষে কলকাতা আজ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তথ্য-প্রযুক্তি কেন্দ্র। লিখছেন **অর্ণব দাস**

সালটা ১৯৯০। বাংলার মসনদে সর্বহারার মহান নেতা জ্যোতি বসু।

সমগ্র ৮০-র দশক জুড়ে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন-এর বদান্যতায় একের পর এক কল-কারখানা আর জুট মিল বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র বাঙালি মেধার আকর্ষণে কলকাতায় তাদের শাখা খুলতে অতি উৎসাহী ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফট।

কিন্তু জ্যোতি ছিলেন জ্যোতিতে (মস্তিষ্কের লোডশেডিং-এ) এবং সিপিআইএম ছিল বর্তমান সিপিআইএম-এই (পড়ুন মস্তিষ্ক মহাশূন্যতায়)। প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার "ঐতিহাসিক ভুল" সিদ্ধান্তের পরেই বাংলার শিল্পায়নের কফিনের ওপর শেষ পেরেকটি পোতা হল মাইক্রোসফট প্রধান-এর ভারত সফরের দিনেই। সেদিন কলকাতার রাজপথে লাল ঝান্ডা হাতে কম্পিউটার ভেঙে মাইক্রোসফটকে কলকাতায় ব্যবসা করতে না দেওয়ার সুস্পষ্ট হুমকি বার্তা দেওয়া হয়েছিল।

না, মাইক্রোসফট হাজার হাজার একর চার ফসলি জমিতে তাদের সংস্থা খুলতে চায়নি, মাইক্রোসফট কলকাতার বুকে দাম দিয়ে কয়েক বিঘে অকৃষি জমি কিনে ব্যবসা করতে চেয়েছিল, আর মাইক্রোসফট-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কলকাতায় ব্যবসা করতে আসছিল শতাধিক গ্লোবাল আইটি ব্র্যান্ড। বিশ্বের নামীদামি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি হত হাজার হাজার বাঙালি যুবক-যুবতীর। কিন্তু সেটা হতে দেওয়া হল না, লাল ঝান্ডা আর লাল চোখের রাঙানিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মাইক্রোসফট-সহ একাধিক সংস্থা পাড়ি দিল বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদে।

তারপর হুগলি নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-এর মতো অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলি একের পর এক তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিকম সংস্থার হাত ধরে ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল আর বাঙালি মেধার দক্ষিণমুখী যাত্রা শুরু হল।

৯০ দশকের মাঝামাঝি যখন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, পুণে, দিল্লি, এনসিআর এমনকী পার্শ্ব রাজ্য ওড়িশার ভুবনেশ্বরে গজিয়ে উঠল একের পর এক তথ্য-প্রযুক্তি

> একটা ৩৪ বছরের সরকার একটা জাতির তিনটে প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল, সেখান থেকে বাংলাকে টেনে তোলার যে প্রাণপণ লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন সেই লড়াইকে কুর্নিশ!

হাব, তখন কুয়োর ব্যাঙ সিপিএম-এর টনক নড়ল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

২০০০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সল্টলেক-এর তথ্য-প্রযুক্তি হাব-এর বড় ব্র্যান্ড মাত্র চারটি— টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, আইবিএম, উইপ্রো এবং কগনিজেন্ট। এবং তার সঙ্গে গোটা ১০-১২টি ছোটখাটো বিপিও সংস্থা।

২০০০ সালের পরের তথ্য অনুযায়ী সেই সময় সল্টলেক-এর সেক্টর ফাইভ-এর তথ্য প্রযুক্তি এবং বিপিও সংস্থাগুলিতে কাজ করতেন ৮-৯ হাজার মানুষ।

২০২১-'২২-এ সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার এবং বড়-ছোট মিলিয়ে আজকের তারিখে কলকাতায় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার সংখ্যা প্রায় ১৫০০ ছুঁইছুঁই।

শুধু ২০২১ থেকে ২০২৫-এর মধ্যেই কলকাতায় ব্যবসা করতে এসেছে ৪৩টি নামী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা— মাইন্ডট্রী, টেকমাহিন্দ্রা, জেনসার, ডেলয়েট, ডিএক্সসি টেকনোলজিস, ক্যাপজেমিনি, অ্যাকসেন্চার— কে নেই সেই তালিকায়।

টাটা কনসালটেন্সির গীতাঞ্জলি পার্ক হল পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ তথ্য প্রযুক্তি ক্যাম্পাস যেখানে কাজ করে ১৭০০০ ছেলেমেয়ে— এটাও তৈরি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালেই। এই সময়কালে কলকাতায় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার সংখ্যায় জোয়ার আসার ফলে সেক্টর ফাইভ ছাড়িয়ে রাজারহাট-নিউটাউন-এর আইটি পার্ক-এ একে-একে গজিয়ে উঠেছে বিশ্ববন্দিত সব আইটি ফার্ম।

সিপিএমের আমলের জমি জট কাটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতায় এসেছে বাঙালি প্রযুক্তিবিদ-দের "সাধের ইনফোসিস"! ঠিক ইনফোসিস ক্যাম্পাস-এর পাশেই গড়ে উঠেছে আইটিসি ইনফোটেক-এর সুবিশাল ক্যাম্পাস, কাছেই উইপ্রো শুরু করেছে কলকাতায় তাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস-এর কাজ। জল, আলো, রাস্তা-সহ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সমস্ত রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুনতে হয় তিনি নাকি শিল্প-বিরোধী! এরপরেও ইচ্ছাকৃত এবং স্বভাবসুলভ কুৎসা হয় যে "কলকাতায় নাকি ভাল চাকরি নেই", "সব কোম্পানি বাংলা ছেড়ে চলে গেছে" ইত্যাদি প্রভৃতি।

কুৎসাকারীদের জন্যই এই তথ্যগুলো পরিবেশন করা জরুরি ছিল, আর যারা এই কুৎসাকারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন, এই ইন্টারনেট-এআই-এর যুগে এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা তাদের কাছে খুব কঠিন কাজ নয়।

একটা ৩৪ বছরের সরকার একটা জাতির তিনটে প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল, সেখান থেকে বাংলাকে টেনে তোলার যে প্রাণপণ লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন সেই লড়াইকে কুর্নিশ!

কুৎসাকারীদের মুখে ঝামা ঘষে এভাবেই এগিয়ে চলুক বাংলা ও বাঙালি, আর ভাল থাকুন মমতা!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আবাসিকদের আপত্তির জেরে শহরের বহুতলগুলিতে পোলিং বুথ করার সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটল নির্বাচন কমিশন

রাজ্য

10 December 2025 • Wednesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১০ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

সংবিধান অটুট রাখার দাবিতে শহরের রাজপথে প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

প্রতিবেদন : দেশের সংবিধান নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করেছে বিজেপি! ভারতের সংবিধান যেখানে সমস্তরকম ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সকলের সমান অধিকারের কথা বলেছে, মোদি-শাহের সরকার সেই অধিকার কেড়ে নতুন করে সংবিধান তৈরি করতে চাইছে। তাই দেশের সংবিধানকে রক্ষা করার দাবিতে পথে নামল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মঙ্গলবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে শামিল হলেন মহিলা তৃণমূলের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, শিউলি সাহা-সহ শহর কলকাতার মহিলা তৃণমূল নেতৃত্বরা। ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে মিছিল শেষে মশালের আগুনকে সাক্ষী রেখে সংবিধানকে রক্ষা করার লড়াইয়ে জোট বাঁধার শপথ নেন মহিলা তৃণমূলের সদস্যরা।

সংবিধান রক্ষার দাবিতে সোমবার শহরে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের মিছিল।

মিছিল শেষে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, সংবিধান তৈরির জন্য যে গণপরিষদ তৈরি হয়েছিল, ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর সেই গণপরিষদের প্রথম বৈঠক হয়। সেই গণপরিষদে ১৫ জনই ছিলেন মহিলা! অর্থাৎ মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া তখন থেকেই সংবিধানপ্রণেতাদের চিন্তাধারায় ছিল। ধর্ম-জাতি-শ্রেণির নিরিখে কোনও বিভাজন-বৈষম্য নয়, এটা সংবিধানের নিদান। কিন্তু আজকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই সংবিধানকে পাল্টে নতুন করে সংবিধান লেখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সংবিধানের শপথ নিয়ে সরকারে বসে এখন সেই সংবিধানকেই আক্রমণ করছে বিজেপি। সেই সংবিধানকে রক্ষার শপথ নিতেই আজকে আমরা পথে নেমেছি। জোট বাঁধো, তৈরি হও; বাংলার অধিকার রক্ষার শপথ নাও!

বিজেপিকে আক্রমণ করে চন্দ্রিমা আরও বলেন, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে আপনাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই আপনারা কিছুই জানেন না। সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের কথা জানেন না। মনীষীদের কীভাবে সম্বোধন করতে হয় জানেন না। কখনও বঙ্কিমচন্দ্রকে 'দাদা' বলছেন, কখনও 'বঙ্কিমদাস' বলছেন, কখনও মাস্টারদাকে শুধু মাস্টার বলছেন! আর কত? এরপর তো ঈশ্বরচন্দ্র 'ঈশ্বরকাকু' হয়ে যাবেন, সুভাষচন্দ্র বসু আবার 'সুভাষ ভাইয়া' হয়ে যাবেন! এঁরা সবাই বাংলার সন্তান। মনে রাখবেন, বাংলাই দেশকে 'জনগণমন' দিয়েছে, 'বন্দে মাতরম' দিয়েছে, 'জয় হিন্দ' দিয়েছে! তাই বাংলার অধিকারকে কোনওভাবে খর্ব করা যাবে না। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের লড়াই চলবে। তিন-তিনবার নবান্নে গিয়েছে হাওয়াই চটি, ছাব্বিশেও হাওয়াই চটিকেই সমর্থন জানাবে বাংলার মানুষ।

কমল গরমের ছুটির দিন

প্রতিবেদন: কমল গরমের ছুটির দিন সংখ্যা। ১১ দিন থেকে কমিয়ে গরমের ছুটি করা হল ৬ দিন। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ছুটি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে পর্ষদ জানিয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি থাকবে মাত্র ৬ দিন। ২০২৬ সালে গরমের ছুটি শুরু হবে ১১ মে চলবে ১৭ মে পর্যন্ত। তবে পুজোর ছুটির দিনের সংখ্যায় কোনও কাটছাঁট হয়নি। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটার জন্য টানা ২৫ দিন বন্ধ থাকবে স্কুল।

হিমেল হাওয়ায় শীতের দাপট

প্রতিবেদন : রাজ্য জুড়ে ভালই অনুভূত হতে শুরু করেছে শীতের কাঁপন। সকালে কুয়াশা এবং সঙ্গে হিমেল হাওয়ায় জমিয়ে খেলতে শুরু করেছে শীত। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই অনুভূত হচ্ছে শীতের কামড়। অবাধে প্রবেশ করছে উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে শীতের আমেজ। চলতি সপ্তাহে শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উইক-এন্ডে জমিয়ে শীতের আমেজ। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা নেমেছে ১০ ডিগ্রিতে। উত্তরবঙ্গে প্রধানত কুয়াশার পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা দু-এক জায়গায় ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

নচিকেতাকে দেখে এলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ নচিকেতা চক্রবর্তীকে দেখতে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা সাড়ে তিনটের পর তিনি সেখানে যান। হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ নচিকেতার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন তিনি। কথা বলেন চিকিৎসকদের সঙ্গে। গায়কের সর্বশেষ অবস্থার কথাও

খুঁটিয়ে জানতে চান। নচিকেতার সঙ্গেও কিছুক্ষণ কথা বলেন। তাঁকে কিছু পরামর্শও দেন, সাবধানে থাকতে বলেন। মিনিট পনেরো সময় কাটিয়ে তারপর তিনি হাসপাতাল ছাড়েন। এদিকে, হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁকে আইসিইউ থেকে ইতিমধ্যে জেনারেল ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। অপারেশনের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি।

সোমবার গঙ্গাসাগর নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আগামী বছরের গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন নিয়ে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটের সময় নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠক করবেন মুখ্যধমন্ত্রী। বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ দফতরের

মন্ত্রী, সচিবদের উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর, পূর্ত, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, খাদ্য, দমকল, পরিবেশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী এবং আধিকারিকদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। নবান্নের এক কর্তার দাবি, গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছরই এই ধরনের বৈঠক করে থাকেন। নতুন বছরের ১০-১৬ তারিখ পর্যন্ত সাগরদ্বীপে বসবে গঙ্গাসাগর মেলার আসর। এবছর ১৪ জানুয়ারি পুণ্যস্নান হবে গঙ্গাসাগরে।

পড়ুয়াদের নিরাপত্তা : গাড়ির ফিটনেসেই জোর স্নেহাশিসের

প্রতিবেদন : রাজ্যে একের পর এক পুলকার দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য পরিবহণ দফতর নতুন করে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। এবার থেকে পড়ুয়া পরিবহণে ব্যবহৃত বেসরকারি গাড়িগুলিকেও নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদিন মূলত বাণিজ্যিক হলুদ নম্বরের গাড়ির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর ছিল। পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, পড়ুয়া পরিবহণে যুক্ত বেসরকারি গাড়িগুলির একটি ডাটাবেস তৈরি করা হবে। সেই তালিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিটনেস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। পাশাপাশি, যেসব গাড়ির মালিক চাইবেন, তাঁরা দ্রুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশনে রূপান্তরের আবেদন করতে পারবেন। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, দু'বছর আগেই স্কুল, পুলকার মালিক ও অভিভাবকদের জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু নিয়ম না মানার ফলেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। উলুবেড়িয়ার ঘটনাকে 'বেদনাদায়ক' উল্লেখ করে তিনি জানান, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সেজন্য এই সব সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উলুবেড়িয়ায় গত ২৪ নভেম্বরের দুর্ঘটনায় তিন পড়ুয়ার মৃত্যুর পর পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন ওঠে। সোমবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে পুলকার সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক হয়। এবার থেকে পড়ুয়া পরিবহণে ব্যবহৃত বেসরকারি গাড়িগুলিকেও নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদিন মূলত বাণিজ্যিক হলুদ নম্বরের গাড়ির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর ছিল। তবে বাস্তবে বহু ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত সাদা নম্বরের গাড়িতে পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াত চলে। যেগুলির নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা হয় না। বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, গাড়ির নম্বর, রং নয়, ফিটনেসই আসল বিষয়।

কমিশনের কোপে ২ বিএলও-সহ ৪

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও অনিয়মের অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের দুই বিএলও, এক ইআরও এবং এক এইআরও-কে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব চেয়েছে কমিশন। জবাব সন্তোষজনক না হলে দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। অবহেলা ও অনিয়ম প্রমাণিত হলে গাফিলতির অভিযোগে এফআইআর দায়েরের পথেও হাঁটতে পারে কমিশন। কমিশনের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এসআইআরের প্রথম পর্যায়ে ওই আধিকারিকরা সরাসরি কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে দায়িত্ববহির্ভূত ও অসদাচরণমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

শংসাপত্র দিতে তৎপর রাজ্য

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে রাজ্যের পুরসভাগুলিতে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় নাগরিকদের দুর্ভোগ কমাতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের তরফে পুরসভাগুলির জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নাগরিকরা যেন কোনওভাবেই শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার না হন, সেজন্য প্রতিটি পুরসভায় প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী ও কাউন্টার সংখ্যা বাড়াতে হবে। জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য ডিজিটাল আবেদন গ্রহণে নাগরিকদের উৎসাহিত করতে হবে এবং জরুরি নথি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা পড়লে এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিকের যাবতীয় নথি যদি পুরসভার রেকর্ডে থাকলে তবে কোনও অজুহাতে তা আটকে রাখা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শংসাপত্র প্রদান করতে হবে।

জাল নথি, কড়া বার্তা কমিশনের

প্রতিবেদন : এসআইআর পর্বে কোনও ভুয়ো নথি জমা দিলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে এই মর্মে মঙ্গলবার এক সতর্কবার্তা জারি করেছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এসআইআর চলাকালীন যদি কেউ ভুয়ো নথি বা জাল পরিচয়পত্র জমা দেন, তা হলে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী শংসাপত্র জাল করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানার মুখে পড়তে পারেন।

ফেরাতে নির্দেশ

প্রতিবেদন : উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার পর ২০১৬ সালের নবম-দশমেও চাকরি পেয়েছিলেন কুড়িজন। কিন্তু ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা উচ্চ প্রাথমিকের সুযোগ না নিয়ে নবম-দশমে শিক্ষক পদে যোগ দেন। যদিও পরে নবম-দশমের নিয়োগে বিতর্ক শুরু হতে তাঁরা পুনরায় উচ্চ প্রাথমিকে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কমিশন সে প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মামলা দায়ের করেন ওই কুড়িজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ অবিলম্বে উচ্চ প্রাথমিকে তাদের নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে। এদিকে কমিশনের যুক্তি ছিল, ৯০ দিন পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁদের আগের নিয়োগের মেয়াদ পেরিয়েছে। তাই পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার আবেদন গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

আমতায় দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবার সূচনায় বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি

কল্কে পেল না বিজেপি, সমবায় ভোটে ৯ আসনেই জয়ী তৃণমূল

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : কল্কে পেল না বিজেপি। সন্দেশখালির কৃষি সমবায় নির্বাচনে ন'টি আসনেই জয়ী তৃণমূল। বিজেপি যে পায়ের তলার মাটি হারিয়েছে এই নির্বাচনের ফল আরও একবার প্রমাণ করল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের খুলনা কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে ন'টি আসনেই তৃণমূলের জয়জয়কার। সবুজ আবিরে জয় উদযাপন করলেন কর্মী-সমর্থকরা। এই জয়ের মধ্য দিয়ে ২০২৬-এ নির্বাচনে সন্দেশখালি বিধানসভা নির্বাচনে যে বিজেপির পায়ের তলাতে মাটি সরে যাচ্ছে সেটাও একবার প্রমাণ করল। সন্দেশখালি বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত। সেখানেই আবার তৃণমূল সমবায় নির্বাচনে ফুল ফোটাল। ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মল্লিক, যুব সভাপতি গৌড় রায়, দীপঙ্কর মৃধা, শফিকুল ইসলাম গাজি আজ বিজয়ী প্রার্থীদের গলায় মালা পরিয়ে সবুজ আবির খেলে মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে বরণ করেন। বাপি সরদার, অঞ্জনা রায় মণ্ডল, শঙ্কর দাস, পঞ্চানন বিশ্বাস-সহ মোট ৯ তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হন। দিলীপ মল্লিক বলেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যেভাবে বিজেপি কুৎসা-অপপ্রচার করেছে সন্দেশখালির মানুষ তা ধরে ফেলেছেন। ২০২৬-এ বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

■ জয়ের পর কর্মীদের সঙ্গে উদযাপনে প্রার্থীরা।

সময় কম, কীভাবে কাজ শেষ হবে? যৌনপল্লির এসআইআর ক্যাম্পে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : অবশেষে ঘুম ভাঙল কমিশনের! যৌনকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এসআইআরের আওতায় আনতে মঙ্গলবার এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি সোনাগাছিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। কিন্তু এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য হাতে যখন মাত্র দু-একদিন সময় বাকি, তখন এতগুলো যৌনপল্লির বাসিন্দাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিরাট কর্মকাণ্ড কীভাবে সম্ভব? প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

■ যৌনকর্মীদের সহায়তায় এসআইআরের বিশেষ শিবির সোনাগাছিতে। ফর্মপূরণে সাহায্য করেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। মঙ্গলবার।

এদিন সোনাগাছিতে শিবির শুরুর আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানে যান রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। কমিশনের তরফে শিবিরে ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ইআরও এবং বুথ লেভেল আধিকারিকেরা। সিইও দফতরের তথ্য অনুযায়ী, এদিনের শিবিরে মোট ৮০৩ জন যৌনকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। ২১০ জন নতুন ভোটার হিসেবে নাম তোলার জন্য ৬ নং ফর্ম সংগ্রহ করেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ৫১ জন ৮ নং ফর্ম নেন। পাশাপাশি ১২ জন নিজেদের পূরণ করা এনুমারেশন ফর্ম জমা দেন। সোনাগাছির শিবিরের পর এবার কলকাতার আরও দুই যৌনপল্লিতে শিবিরের আয়োজন করছে কমিশন। বুধবার খিদিরপুর ও কালীঘাটের যৌনপল্লিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে।

■ বারুইপুরে শুরু হল পিঠেপুলি উৎসব। উদ্বোধন করলেন বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুরের পুরপ্রধান শক্তি রায়চৌধুরী, উপপ্রধান গৌতমকুমার দাস, জয়ন্ত ভদ্র। উদ্বোধন করে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একটি অসাধারণ উদ্যোগ, এত ধরনের পিঠে যে হতে পারে জানাই ছিল না। এখানে এসে আমি পিঠে খেলাম। বারুইপুরবাসীর কাছে এক অনবদ্য উপহার।

প্যাটিস বেচে মার খেল অসহায় হকার

গো-বলয়ের মতো খাস কলকাতায় বেরিয়ে পড়ল বিজেপির দাঁত-নখ

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় নেই। কিন্তু তাতেই বিজেপির যে কুৎসিত ও আসল চেহারা ফের একবার বাংলার মানুষ দেখল, এই নজির শেষ ৫০ বছরে নেই। উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র-দিল্লি অর্থাৎ গো-বলয়ে বিজেপি এত বছর ধরে যেসব কাণ্ড করে এসেছে এবার তার নমুনা পেশ করল বাংলাতেও। বিজেপি শাসিত রাজ্যে আমিষ বিক্রি করতে দেখলেই সনাতন ধর্ম উচ্ছন্নে যাচ্ছে বলে বিক্রেতাদের মারধর, পিটিয়ে মেরে ফেলার চল রয়েছে। এবার সেই একই কায়দায় বিজেপি উদাহরণ সৃষ্টি করল কলকাতাতেও। গো-বলয় থেকে সাধু-সন্তদের এনে মঞ্চ ভরাল বিজেপি। নাম হল গীতাপাঠ। মাঠ ভরাল রাম-হনুমানের ধ্বজা। এহেন বহিরাগত সংস্কৃতির আরাধনা যখন রবিবাসরীয় ব্রিগেডে, ঠিক তখনই মাঠের পাশে মার খেলেন বাংলার এক গরিব ফেরিওয়ালা। রবিবারের শীতের সকালে কিছু খাবার ফেরি করে সংসার চালানোর চেষ্টা করা মানুষদের আমিষ খাবার বিক্রি করার 'অপরাধে' বেধড়ক মারধর করল কিছু তিলকধারী ফেট্টিবাঁধা বিজেপির সমর্থক-কর্মী। অপরাধ এক ফেরিওয়ালা চিকেন প্যাটিস বিক্রি করছিলেন ব্রিগেডে। রবিবার সাধারণত বিক্রি একটু বেশিই হয়। কিন্তু গীতাপাঠের আসর বসায় যে তাঁদের রুটিরুজি খোয়াতে হবে, তা হয়তো তাঁরা ভাবেননি। শুধু তাই-ই নয়। উগ্র হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে, নিজেদের ব্যবসার প্যাটিস মাটিতে ফেলে নষ্ট করে বাড়ি ফিরতে হবে, তা বোধহয় তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি।

ইডেন গার্ডেন থেকে ময়দান পর্যন্ত খেলার মাঠের ধার ধরে বহু ফেরিওয়ালা বিভিন্ন ধরনের খবার বিক্রি করেন। শেখ রিয়াজুল, শেখ সালাউদ্দিন, মুনতাজুদ্দিন মণ্ডলও সেখানে প্যাটিস বিক্রি করেন। রবিবার মাঠের ধারে তাঁদের দেখেই চড়াও হয় কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদী। তাঁদের নাম জানার পরই তাঁদের 'বাংলাদেশি' বলে দাবি করে হামলাকারীরা। তারপরই মারধর। ও শেষে প্যাটিসের বাক্স খুলে প্রত্যেকের প্রায় হাজার দুয়েক টাকার খাবার মাটিতে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে তারা। পরে পরিস্থিতি সামলাতে নামে ময়দান থানার পুলিশ। যদিও এর মধ্যে কিছু মানুষ উগ্র হামলাকারীদের থামাতে শান্ত থাকার আবেদনও করেন। কিন্তু তাতে কান দেয়নি হামলাকারীরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সরব তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের অন্যতম মুখপাত্র-কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী দাবি করেন, বাঙালির উপর চড়াও হচ্ছে বিজেপি, আরএসএস-এর উগ্র হিন্দুত্ব বীররা। কার উপর চড়াও হল। একজন দরিদ্র সাধারণ প্যাটিস বিক্রেতার উপর। রাজ্যে ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতায় আসা তো দূর অস্ত। পরেরবার বিরোধী দল থাকবে কি না তারও নেই ঠিক। তাতেই তারা আক্রমণ করছে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে। সেই সঙ্গে এই বিজেপির এই ভাবে গো-বলয়ের রাজনীতিকে বাংলায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা রুখতে বাঙালিকেই জোট বাঁধতে হবে, আহ্বান তৃণমূল নেতৃত্বের। অরূপ চক্রবর্তীর আবেদন, আগামী দিন বিজেপি ঠিক করে দেবে বাংলার মানুষ কী খাবেন আর না খাবেন। বাংলার বুকে যদি এই অসভ্যতা হয় বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না। সাড়ে দশকোটি বাঙালির কাছে আবেদন রইল, সোচ্চারে প্রতিবাদে থাকার। ওরা আমাদের সংস্কৃতিকে আঘাত হানতে চাইছে। এই আঘাত বাঙালি জাতিসত্তার উপর আঘাত, বলেন সুদীপ রাহা। এই বিজেপিকে রুখতে জোট বাঁধতে হবে বাঙালিকে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই বিজেপিকে ২০২৬-এর নির্বাচনে শূন্য করে দিতে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়তে হবে।

'সার' প্রয়োগে গুচ্ছ প্রশ্ন

■ সাংবাদিক বৈঠকে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় ঘোষ, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

প্রতিবেদন : এসআইআরে গৃহহীন-ভবঘুরে কিংবা সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কী হবে? যেসব বয়স্ক মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী, গ্রামগঞ্জের অশীতিপর মানুষ, যাঁদের কাছে জন্মের কোনও সার্টিফিকেট নেই, তাঁরা কীভাবে এতবছর ধরে এই দেশে থাকার পর নতুন করে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করবেন? এইধরনের প্রান্তিক মানুষদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশন আলাদা কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এসআইআরের প্রয়োগ ও সমাজের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে এর প্রভাব নিয়ে কমিশনের কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন রাখল বাংলা একতা মঞ্চ। মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের তরফে কমিশনের অপরিকল্পিত এসআইআর ও গায়ের জোরে ২ বছরের কাজ ২ মাসে করার তাড়াহুড়ো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সমাজের বিশিষ্টরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেতা-পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, সমাজকর্মী তন্ময় ঘোষ-সহ অন্যরা। সংগঠনের সাফ বক্তব্য, যাঁরা বছরের পর বছর ফুটপাথে থাকেন, তাঁরা কীভাবে এতগুলো নথিপত্র দেখিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করবেন? তাঁদের জন্য কি কমিশন একটা নিয়ম করতে পারত না যে, গৃহহীনরা বাড়ির নম্বর না লিখেই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন? ওঁরাও তো মানুষ!

■ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা উত্তোলন করছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ সিপিএমের হার্মাদদের হাতে নিহত মন্তাসির রহমানের স্মরণে উলুবেড়িয়া কলেজে রক্তদান শিবিরে মন্ত্রী পুলক রায়, অভয় দাস, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লরিতে ধাক্কা মেরেই উল্টে গেল গাড়ি! সাতসকালে নকশালবাড়ি ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের কোয়ার্টার মোড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মৃত এক, জখম শিশু-সহ সাত

আমার বাংলা
10 December, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

সেমিনার উদ্বোধন

■ জলপাইগুড়িতে জেলাস্তরীয় দু'দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। এই আলোচনাসভায় জেলার উদ্যানচাষের সম্ভাবনা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ, উন্নতমানের উৎপাদন, বাজার ব্যবস্থাপনা ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধি নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টরা। আজ, বুধবার পর্যন্ত চলবে এই সেমিনার। ছিলেন জেলাশাসক শামা পারভিন, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) রাজেশ রাঠোর-সহ আধিকারিকরা।

বন্ধুকে খুন

■ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্ধুকে খুনের অভিযোগ। মালদহের ইংরেজবাজার থানার লক্ষ্মীপুর কলোনির ঘটনা। নিহত যুবকের নাম কৌশিক বিশ্বাস (২৫)। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দুপুরে কৌশিককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় তাঁর বন্ধু শৌভিক মৃধা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়িতে ফেরেননি। উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ শুরু করেন। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে শৌভিক মৃধা কৌশিকের বাড়িতে ফোন করে। শৌভিক জানায় কৌশিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে। পরিবারের সদস্যরা দেখেন, বাগবাড়ি-লক্ষ্মীপুরের এক নির্জন আমবাগানে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে কৌশিক, আর তার পাশে বসে আছে শৌভিক। এর পর কৌশিককে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কিং কোবরা উদ্ধার

■ ১৪ ফুটের কিং কোবরা উদ্ধার হল মাদারিহাট জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন প্রধাননগর থেকে। স্থানীয় সুপারি বাগানে বিরাট আকারের ওই সাপটিকে দেখেন স্থানীয়রা। বন দফতরকে খবর দিলে, জলদাপাড়া বন বিভাগের টিম বিশাল আকার কিং কোবরা সাপটিকে উদ্ধার করে। এই এলাকায় এর আগে এত বড় কিং কোবরা দেখা যায়নি। বনবিভাগের আরআরটি কর্মীরা সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রায় ১৪ ফুট লম্বা এই কিং কোবরা সাপটি দেখতে এলাকায় অনেক উৎসাহী জনতা ভিড় জমায়।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পই একমাত্র বাঁচার অবলম্বন অসহায় সূর্যবালাদের

সঞ্জয় রায় • বালুরঘাট

পুত্র এবং পুত্রবধূ দু'জনেই বিশেষভাবে সক্ষম। সম্বল বলতে এক চিলতে মাটির বাড়ি। রোজগার করার মতো কেউ নেই। রয়েছে ছোট ছোট নাতি-নাতনি। অসহায় বৃদ্ধা কী করে সংসার চালাবেন? কী করে হবে দিনগুজরান। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের সীমান্ত লাগোয়া পূর্বচকরাম গ্রামের সূর্যবালা বর্মনের সমস্ত চিন্তার অবসান করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনদরদি প্রকল্পগুলি। গোটা একটি পরিবার, বাচ্চাদের লেখাপড়া সবই চলছে সরকারি সাহায্যে। মাটির বাড়ির এক চিলতে দাওয়ায় বসে বৃদ্ধা সূর্যবালা বলেন, স্বামী কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। ছেলে, বউমা ও নাতি-নাতনি নিয়ে সংসার। এই আধ ভাঙা ঘরেই চলছে বর্মন পরিবারের রুদ্ধশ্বাস জীবনযুদ্ধর লড়াই। এমন পরিস্থিতিতে বর্মন পরিবারকে ঈশ্বরের ন্যায় বাঁচিয়ে রেখেছে মুখ্যমন্ত্রীর তিনটি জনদরদি প্রকল্পের মাসিক ৪০০০

■ পুত্রবধূর সঙ্গে বাড়ির দাওয়ায় সূর্যবালা বর্মন।

টাকা। দীনদরিদ্র এই পরিবারের উপার্জন করার মতো কেউ নেই। ছেলে ও ছেলের বউ দু'জনেই বিশেষভাবে সক্ষম। সূর্যবালাদেবী বিধবা ভাতা ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে মাসে ২০০০ টাকা পান। ছেলে মদন বর্মন এবং পুত্রবধূ বিউটি বর্মন ১০০% প্রতিবন্ধী হওয়ায় দু'জনেই এক হাজার টাকা করে পান সরকারের তরফে। পরিবারের এই তিনজনের সরকারি ভাতা মিলিয়ে চার হাজার টাকায় মাস গুজরান করছে বর্মন পরিবার। সূর্যবালা বর্মন জানিয়েছেন, আমি সরকার তরফ থেকে ভাতা পাই ২০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে গলা বুজে এল সূর্যবালার। পুত্রবধূকে পাশে বসিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আমাদের পরিবার বেঁচে আছে। উনি আমাদের অভিভাবক। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। কথা শেষ হওয়ার আগেই বললেন, একবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকল্পগুলি না থাকলে আমাদের মতো অসহায় পরিবারগুলি ভেসে যেত। ওনাকে সামনে থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

তৃণমূলের হস্তক্ষেপে আবার ছন্দে বাগরাকোট চা-বাগান

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে লড়ে যাচ্ছে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। চলছে অবস্থান, প্রতিবাদও। লাগাতার আন্দোলনে এসেছে সাফল্য। কেটেছে অচলাবস্থা। ছন্দে ফিরছে বাগরাকোট চা-বাগান। বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া পাঁচটি পাক্ষিক মজুরি, দশ শতাংশ বোনাস, পিএফের টাকা জমা না পড়া, বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফদের তিন মাসের বকেয়া বেতন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বাগানের শ্রমিকরা আন্দোলন করছিলেন। চা-বাগানে আন্দোলন এবং রিলে অনশন পরবর্তীতে সোমবার মালবাজার মহকুমা শাসকের দফতরে এসে ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি করা হয়। পরবর্তীতে মঙ্গলবার দুপুরে মহকুমা শাসকের উদ্যোগে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আর সেই বৈঠক থেকেই বেরিয়ে আসে সমাধানসূত্র। এদিনের বৈঠকে চা-বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে লিখিত আকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে সব পক্ষই সম্মতি জানিয়ে সই করে। সমাধানসূত্রে উল্লেখিত হয়েছে আগামী কাল বাগানে শ্রমিকদের দুটি পাক্ষিক মজুরি প্রদান করা হবে কর্তৃপক্ষের তরফে। আগামী ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের আরও একটি পাক্ষিক মজুরি প্রদান করা হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত মানুষ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্যের সাধারণ মানুষের ঘরের দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্প্রতি চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যগাড়ির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। মঙ্গলবার সেই চিত্রই দেখা গেল রায়গঞ্জ শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে। এদিন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ উকিলপাড়া দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছয় ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যগাড়িটি। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা একে একে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এই শিবিরে বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধও বিতরণ করা হয়। ছিলেন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, অরিন্দম সরকার, অনিরুদ্ধ সাহা প্রমুখ।

আইন ভাঙায় বন্ধ করা হল গ্লেনারিস

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : এক্সাইজ রুল (আবগারি আইন) লঙ্ঘনের অভিযোগ। তিনমাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে দার্জিলিংয়ের রেস্তোরাঁ গ্লেনারিসের বার ও মিউজিক। মঙ্গলবার থেকেই তিনমাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল এটি। ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডেপুটি কালেক্টর শরণ্য বারিক বলেন, বেঙ্গল এক্সাইজ রুল লঙ্ঘন করায় এই বারটি তিনমাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

একই দিনে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস মালদহে

সংবাদদাতা, মালদহ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে বিরাট উন্নয়নযজ্ঞ। প্রতিদিন হচ্ছে উন্নয়নের কাজ। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও পৌঁছে গিয়েছে উন্নয়নের আলো। মঙ্গলবার মালদহের ইংরেজবাজারে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস একপ্রকার নজির গড়ল। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা এই চারটি রাস্তা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় রদবদল আনবে বলে আশা স্থানীয়দের। মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ এদিন ফলক উন্মোচন করে পৃথক চারটি স্থানে কাজের সূচনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি মারুফ শেখ সহ পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। অন্যদিকে,

■ শিলান্যাসে মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ।

একই দিনে কালিয়াচক-১ ব্লকের সিলামপুর-১ অঞ্চলেও দেখা গেল উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের আরেক ছবি। মালদহ জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে মহালদার পাড়ায় আড়াইশো মিটার দীর্ঘ হাইড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হল। প্রায় ২০ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মালদহ জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল প্রধান সেলিমা বিবি, তৃণমূল নেতা সাগর মহালদার এবং অন্যান্য ব্যক্তি। বড় মসজিদ থেকে গাংনি পর্যন্ত এই নতুন ড্রেন নির্মাণ স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। বিশেষত বর্ষাকালে এনিয়ে সমস্যায় পড়তেন বাসিন্দারা। নতুন হাইড্রেন তৈরি হলে সেই দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন সবাই।

আমার বাংলা
10 December, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পূর্ব বর্ধমানে প্রায় ২ লাখ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : খসড়া ভোটার তালিকায় পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে প্রায় দু'লক্ষ ১০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা, বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। যার মধ্যে মৃত ভোটার, স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, নিখোঁজ বা অনুপস্থিত ভোটাররা রয়েছেন। এছাড়াও যাঁরা এখনও গণনাপত্র জমা দেননি, তাঁদের নামও খসড়া ভোটার তালিকায় থাকবে না বলে মনে করা হচ্ছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুনানি শুরু হবে। কমিশন সূত্রে জানা যায়, জেলাতে ৪১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৯৫ ভোটারের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া সবার কাছেই এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দিয়েছেন বিএলওরা। মঙ্গলবার পর্যন্ত ৯৫% গণনাপত্র ডিজিটাইজ়ও করে ফেলেছেন। বাকি ৫ শতাংশ ফর্মকে 'আনকালেক্টবল' দেখিয়ে নির্দিষ্ট পোর্টালে তুলেছেন। যার মধ্যে রয়েছে মৃত ভোটার ৯৮,৬৭৫ জন, স্থানান্তরিত ৭৪,৭৪৬, তালিকায় দুবার নাম রয়েছে ৫৯৭৫ জন, নিখোঁজ বা অনুপস্থিত ২৮,৭১৯ জন। এ ছাড়াও ৮৫৩ জনের গণনাপত্র বিএলওদের কাছে জমা পড়েনি। সব মিলিয়ে এ রকম ভোটারের সংখ্যা পূর্ব বর্ধমান জেলায় দু'লক্ষ আট হাজার ৯৬৮ জন।

কমিশনের এক আধিকারিকের দাবি, কোনও ভাবেও মৃতকে জীবিত বা উল্টোটা যেন না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি খসড়া তালিকা বের হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুনানি। পূর্ব বর্ধমানে ৯৪,২৬৩ জনের 'ম্যাপিং' হয়নি। ওঁরা নিশ্চিতভাবে শুনানিতে ডাক পাবেন। এ ছাড়াও ২০০২-এর তালিকায় যাঁদের নাম ছিল না বা তাঁদের বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমার নাম ছিল না, ২০০২-র তালিকায় নাম ছিল না অথচ বংশগত মিল দেখিয়ে নাম তুলেছেন, এমন ভোটারকে ডাকা হতে পারে। রাজনৈতিক দলের তরফে বা অন্যভাবে অভিযোগ এলে তিনি ডাক পাবেন শুনানিতে। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানাচ্ছেন, শুনানি নিয়ে এখনও নির্দেশিকা আসেনি। এলে এইআরওদের প্রশিক্ষণ হবে।

পঞ্চায়েত প্রধান ডালিয়ার মৃত্যু

সংবাদদাতা, মানকর : মানকর পঞ্চায়েত প্রধান ডালিয়া লাহার আকস্মিক মৃত্যু হল। হঠাৎ করেই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আচমকা তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তাঁকে দ্রুত মানকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। ওঁর বয়স আনুমানিক ৪২। তৃণমূলের শোকস্তব্ধ নেতারা জানান, তিনি খুব সুন্দরভাবেই পরিচালিত করছিলেন মানকর পঞ্চায়েতের কাজকর্ম।

এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বীরনগর শহর তৃণমূল কংগ্রেস এক প্রতিবাদসভার আয়োজন করে রানাঘাটে। সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

গুদামে ভয়াবহ আগুন
লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি

সংবাদদাতা, নদিয়া : শান্তিপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পরেও সন্ধে পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি দমকল। নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুরে আবাসনের নিচে একটি শাটার দেওয়া গুদামঘরেই আগুন লাগে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছে, ওই গোডাউনের মধ্যে সাবান, শ্যাম্পু, বিস্কুট-সহ বিভিন্ন দাহ্যপদার্থ বহুল পরিমাণে মজুত রয়েছে। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ ওই গুদামে আগুন লেগে আবাসনে ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক বাড়িতে আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাবাসীর মধ্যে। দমকলকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন আগুন নেভানোর জন্য। কারণ আগুনের জেরে যখন তখন বহুতলটিও ভেঙে পড়তে পারে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে।

ডেবরা থানা পরিদর্শনে নতুন এসপি

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ক'দিন আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার বদল হয়েছে। বর্তমানে সেই জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন আইপিএস পলাশচন্দ্র ঢালি। মঙ্গলবার দুপুরে ডেবরা থানা পরিদর্শনে আসেন তিনি। থানাচত্বর ও পুলিশের ব্যারাক ঘুরে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন খড়্গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, ডেবরার এসডিপিও দেবাশিস রায় প্রমুখ। পরিদর্শনের পর পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি।

হাতির হানায় জোড়া মৃত্যু জঙ্গলমহলে
পরিবারের পাশে বনদফতর

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম : ফের হাতির হানায় মৃত্যু। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই জেলায় দুজনের মৃত্যু। প্রথমটি মেদিনীপুর বন বিভাগের নয়াবসত রেঞ্জের বাহাখুলিয়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম মোহন সরেন (৬০)। বাড়ি গোয়ালতোড় থানা এলাকার ভাতুরবাঁদিতে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত আটটা নাগাদ বাহাখুলিয়ায় আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন মোহন। সেই সময় রাস্তায় একটি দলছুট হাতির হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়। মেদিনীপুর বন বিভাগের ডিএফও দীপক এম জানিয়েছেন, এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুসারে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। ঝাড়গ্রামের কুলটিকরি এলাকায় মৃত্যু হল এক মহিলার। নাম জয়া আড়ি (৬৫)। বাড়ি সাঁকরাইলের বালিগেড়িয়ায়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দলছুট দুটি হাতি মঙ্গলবার ভোরবেলা কুলটিকরি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রবেশ করে। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে গ্রামের ভেতরে ঢোকে। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন জয়া। সেই সময় হাতির সম্মুখে পড়ে যান। দৌড়ে পালাতে না পেরে হাতিগুলোর একটির শুঁড়ের আঘাতে মাটিতে পড়ে গেলে হাতিটি পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলে। কলাইকুন্ডা রেঞ্জ আধিকারিক সুজিত পন্ডা জানিয়েছেন, দুটি দলছুট হাতির হানায় ওই এলাকায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। হাতিগুলিকে অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি নিয়ম অনুসারে সমস্ত সুবিধা পাবে পরিবারটি। জয়ার পরিবারের দাবি, ক্ষতিপূরণ এবং একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। গ্রামজুড়ে এখন চরম আতঙ্কের পরিবেশ, দিনরাতন পাহারা দিচ্ছেন স্থানীয়রা। খড়্গপুর রেঞ্জের ডিএফও মণীশ যাদব বলেন, ঘটনাটি মর্মান্তিক। রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং তারপর নিয়মানুযায়ী পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার পদ্ধতি শুরু করা হবে। এতে খুশি মৃতের পরিবার।

সেজে উঠছে শুশুনিয়া, পর্যটকেদের অপেক্ষায় ব্যবসায়ীরা

মিলন কর্মকার • বাঁকুড়া

শীতের মরশুম মানেই শুশুনিয়া পাহাড়ে পর্যটকের ঢল। সেই ভিড়কে স্বাগত জানাতেই নতুন রূপে সেজে উঠছে শুশুনিয়া পাহাড়তলি। ঝরনাতলা থেকে পাহাড়তলি সর্বত্রই চলছে সাজসজ্জার কাজ।

শুশুনিয়া ঝরনার আশপাশে রংতুলির স্পর্শে নতুন মাধুর্য এনে দিচ্ছেন শিল্পীরা। নরসিংহ মন্দির, শিবমন্দির এবং ঝরনাতলার সমুদ্রমন্থন থিমের শিল্পকর্মও নতুন করে রঙিন হয়ে উঠছে। পাশাপাশি পাহাড়কোলের দোকানগুলিও সাজিয়ে তুলছেন উদ্যোক্তারা। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে নতুনত্ব আনছেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আশা, প্রতি বছরের মতো এ বছরও হাজার হাজার পর্যটকে মুখরিত হবে শুশুনিয়া পাহাড়। শীতের ছুটিতে ঘুরতে আসা ভ্রমণপিপাসুদের জন্য প্রস্তুত শুশুনিয়া। প্রকৃতি, ইতিহাস আর সৌন্দর্যের মিলনে এই মনোরম পর্যটন কেন্দ্রে স্বাগত জানাচ্ছেন শুশুনিয়া পাহাড়তলির মানুষজন থেকে ব্যবসায়ীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার বিকেলে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্কুল ক্যাম্পাসের ভিতরে থাকা মাল্টিজিমে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ চালায়। তাদের অনুমান, শর্ট-সার্কিট থেকেই আগুন

আমার বাংলা
10 December, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

সেচমন্ত্রী : বোরো চাষে পাঁচ জেলার ৬৮ হাজার একর জমি পাবে দামোদরের জল

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বোরো চাষের জন্যে পাঁচ জেলায় ৬৮,৫৫০ একর জমিতে পৌঁছবে দামোদরের জল। মঙ্গলবার সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া সংশ্লিষ্ট দফতর ও বিভিন্ন জেলার অধিকারিক, জেলা পরিষদের কর্তাদের নিয়ে এই বিষয়ে একটি বৈঠক করেন। সেখানেই জানিয়ে দেওয়া হয়, কোন জেলা কতটা জমিতে এই মরশুমে চাষের জন্য ডিভিসির জল পাবে। গতবারের মতো এবারও পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৩৭ হাজার একরের মতো জমিতে ডিভিসির জলে চাষ হবে। অথচ জেলায় এবার বোরো চাষ হবে প্রায় ৪.২৭ লক্ষ একর জমিতে। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরেই বোরো মরশুমে ডিভিসির জল কম পাচ্ছেন চাষিরা। এদিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, ৩১ জানুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত বোরো চাষের জন্যে জল ছাড়বে ডিভিসি। পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও হুগলিতে ১৫,২০০ হেক্টর, বাঁকুড়ায় ১১,৯০০ হেক্টর, হাওড়ায়

২৮০০ হেক্টর ও পশ্চিম বর্ধমানে ১৬৫০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষের জন্যে ডিভিসির জল মিলবে। রবি চাষের জন্যে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৫০ হাজার একর জমির জন্যে জল মিলবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব মণ্ডল বলেন, ভিডিও-বৈঠকে আমাদের জানানো হয়েছে, পূর্ব বর্ধমানে ৮টি ব্লকের জন্য ৩৭ হাজার একর জমিতে সেচের জল মিলবে। জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির বৈঠকে আমরা ঠিক করব কোন কোন সেচখাল দিয়ে ওই জল নির্দিষ্ট ব্লকে পাঠানো হবে। এদিনের বৈঠকে দাবি তোলা হয়, ৩৭ হাজার নয়, বোরো চাষের জন্যে জেলায় ৫০ হাজার একর জমিতে সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তা না হলে ভূগর্ভস্থ জলে চাষের জন্যে মজুত জল কমছে, পাশাপাশি বাড়ছে আর্সেনিক। বৈঠকে জানানো হয়, বোরো চাষের জন্যে পাঁচটি জেলার ২ লক্ষ ১৪ হাজার একর ফুট জল ছাড়া হবে। গত মরশুম থেকে ২ শতাংশ বেশি জল ছাড়ছে ডিভিসি। একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ডিভিসি জলাধারে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার একর ফুট উদ্বৃত্ত জল রয়েছে। এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেল, আসানসোল পুরসভার জন্যে বরাদ্দ জল রেখে বাকিটা বোরো চাষের জন্যে ছাড়বে ডিভিসি। জানা গিয়েছে উদ্বৃত্ত জলের ১৫% রেখে বাকি ৮৫% বোরো চাষের জন্যে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের অর্থে নয়ারূপে হাটের হস্তান্তর ডিসেম্বরে

সংবাদদাতা, বারাবনি : দোমোহানির বহু পুরনো হাটটিকে নতুন করে সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছিল বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতি। রাজ্যের টাকায় সেই হাট সেজেছে নয়া কলেবরে। এই হাটের বিক্রেতাদের চলতি ডিসেম্বরেই এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার দোকানিদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির অগ্নিবীণা প্রেক্ষাগৃহে। ছিলেন বারাবনির বিডিও শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, পশ্চিম বর্ধমানের জেলা পরিষদ সদস্য পূজা মাড্ডি, বারাবনি থানার আইসি দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত সিং, দোমাহানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনালি সাধুখাঁ মণ্ডল, বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুফল মাঝি, পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু প্রমুখ।

স্ত্রীকে কুপিয়ে আত্মঘাতী

প্রতিবেদন : স্ত্রীর রয়েছে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে। এই সন্দেহে সুমি সরকারকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রেল লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন রানাঘাটের পায়রাডাঙার যুবক রাকেশ সরকার। সোমবার রাতে রেল লাইন থেকে উদ্ধার হয় রাকেশের দেহ। সেটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁর স্ত্রী সুমি। পায়রাডাঙার উকিলপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন এই দম্পতি। কয়েকবছর আগে সুমির সঙ্গে বিয়ে হয় রাকেশের। তাঁদের একটি তিন বছরের সন্তানও রয়েছে। জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে অশান্তি চলছিল ওই গৃহবধূর। একটি পর্যায়ে পৌঁছে তা বড় আকার নেয়। ফলে ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান সুমি। সূত্রের খবর, রবিবার সুমিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসেন রাকেশ। আর সোমবার রাতেই ঘটে যায় মর্মান্তিক এই ঘটনা। আচমকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কোপায় রাকেশ। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এলে বিপদ বুঝে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান রাকেশ। খবর পেয়ে পুলিশ এসে সুমিকে উদ্ধার করে ভর্তি করে স্থানীয় হাসপাতালে। রাতেই পায়রাডাঙা-রানাঘাট স্টেশনের মাঝে রেল লাইনে মেলে রাকেশের দেহ।

শতবর্ষে তৃপ্তি-স্মরণ

প্রতিবেদন : বাংলা নাটকের বিশ্রুত অভিনেত্রী পদ্মশ্রী তৃপ্তি মিত্র শতবর্ষ অতিক্রম করলেন। ১৯২৫-এ তাঁর জন্ম। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে নদিয়ার কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্র সোমবার সন্ধ্যায় স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুলের প্রাক্তনী সভাগৃহে। তাঁকে নিয়ে আলোচনায় ছিলেন বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার সুশান্তকুমার হালদার ও পীতম ভট্টাচার্য।

পর্যটকদের সচেতন করতে হাতির চলাচলের পথে বনবিভাগের বোর্ড

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : অযোধ্যা পাহাড়ে আসন্ন বড়দিন এবং নববর্ষে কোনও অতিথি আবাস খালি নেই। প্রশাসনের আশা, এবার বড়দিন থেকে নববর্ষ এক সপ্তাহে দশ লক্ষ মানুষ আসবেন পাহাড়ে। অধিকাংশই পিকনিক করে ফিরে যাবেন। কিছু থেকে যাবেন হোটেল, রিসর্ট, লজ, হোম-স্টেতে। পর্যটকদের একাংশের আগ্রহ থাকে বুনো জীবজন্তু দেখার প্রতি। ফলে বিপদের আশঙ্কাও থাকে। তাই পাহাড় ও পাহাড়তলির বিভিন্ন এলাকায় হাতি পারাপারের জায়গাগুলিতে আগে থেকেই সতর্কতামূলক বোর্ড বসাল বন দফতর। রাতের দিকে এই এলাকাগুলি দিয়ে যাতায়াত না করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া বনবিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ জানান, পাহাড়ে এখন বাস্তুতন্ত্র যথেষ্ট ভাল। বন্যপ্রাণের বৈচিত্র বেড়েছে। তাই মানুষকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। উচ্চস্বর চলবে না। প্লাস্টিক ও থার্মোকল বর্জন করতে হবে।

■ আযোধ্যা পাহাড়ের রাস্তায় বন দফতরের বোর্ড।

এ নিয়েও বনবিভাগ প্রচার চালাচ্ছে। পাশাপাশি হাতি সম্পর্কে সাবধানে থাকতে বলা হচ্ছে সকলকে। পাহাড়ে এই সময় একাধিক হাতির দল থাকে। তাদের থেকে দূরে থাকাই ভাল। বাঘমুন্ডির হোটেল, লজ অ্যান্ড রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত কুমার জানান, এবার এত আগে থেকে বড়দিন, নববর্ষের বুকি হচ্ছে যা আগে হত না। এলাকার বিধায়ক সুশান্ত মাহাত বলেন, যেভাবে পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে গত ১৪ বছরে, তার সুফল মিলছে এখন। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের রাস্তাঘাট-সহ পরিকাঠামোর উন্নয়ন করেছেন। তাতেই বেড়েছে আকর্ষণ। বেড়েছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। তিনি বলেন, পাহাড়ে এলে সকলেরই হাতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

স্ট্রিট হকার, ছোট ব্যবসায়ীদের ১০ কোটির ঋণ দিল মেদিনীপুর পুরসভা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : মেদিনীপুর শহরের স্ট্রিট হকার ও ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য ১০ কোটি টাকার ঋণ বিলি করল মেদিনীপুর পুরসভা। মঙ্গলবার পুরসভার সভাগৃহে ব্যাংককর্তাদের উপস্থিতিতে ১০০ জনের বেশি হকারের হাতে বিভিন্ন অংকের ঋণের টাকা তুলে দেওয়া হয়। পুরপ্রধান সৌমেন খান জানান, মূল লক্ষ্যই ছিল এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের স্বনির্ভর করা। উল্লেখ করা যায়, মেদিনীপুর শহরে কয়েক হাজার এরকম ছোট ব্যবসায়ী ও হকার রয়েছেন। বহু মহিলা নিজেদের বাড়িতে বসেই ছোটখাটো জিনিস তৈরি করে বিক্রি করেন। তাঁদের আর্থিকভাবে আরও সমৃদ্ধি ঘটাতে মেদিনীপুর পুরসভার পক্ষে কয়েক বছর আগে থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইমতো এই সমস্ত ছোট ব্যবসায়ীদের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ শুরু হয়। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

■ হকারদের ঋণ দেওয়া চলছে।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত যুবক, আহত ১

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বিষ্ণুপুর থানার মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ক্যাম্প সংলগ্ন ৬৯ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। আহত আরও এক। মৃত ও আহত যুবকের নামপরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় সোমবার রাতে বিষ্ণুপুরের দিক থেকে একটি বাইকে ওই দুই যুবক বাঁকাদহের দিকে যাচ্ছিলেন। জাতীয় সড়কের তিন নম্বর ক্যাম্প এলাকায় পথদুর্ঘটনার পড়েন তাঁরা। বিকট শব্দে স্থানীয়রা ছুটে এসে দেখেন, রাস্তার পাশে পড়ে আছে বাইকটি, পাশে আহত অবস্থায় এক যুবক এবং রাস্তার পাশেই ঝোপের ভিতর পড়ে আছেন আরও এক যুবক। ঘটনাস্থলেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কীভাবে দুর্ঘটনা, তদন্ত চলছে।

কৃষ্ণনগরে আইএনটিটিইউসির প্রতিষ্ঠা দিবস

সংবাদদাতা, নদিয়া : মঙ্গলবার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল সদর শহর কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর বাস স্ট্যান্ডে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি জুলফিকার আলি খানের নেতৃত্বে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। দেশ ও দলের পতাকা তোলার পর কেক কেটে নেতারা আনন্দ ভাগ করে নেন শ্রমিকদের সঙ্গে। ছিলেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি অয়ন দত্ত, শ্রমিক সংগঠনের শহর সভাপতি দীপঙ্কর ঘোষ-সহ তৃণমূল নেতা ও শ্রমিকরা। জুলফিকার বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের জন্য প্রচুর উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

নিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন শ্রমিকেরা। তাঁর হাত শক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিজেপির চক্রান্তে নির্বাচন কমিশন এসআইআরের মাধ্যমে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায়। বাংলা সংকটময় সময়ে আমাদের সবার পাশে দাঁড়াতে হবে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেবাশিসের

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুরের বালিচক এলাকার পরিচিত ভাস্কর দেবাশিস বেরা। ছোটবেলা থেকেই শিল্পের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। পারিবারিক আবহে শিল্পচর্চার সংস্পর্শে এসে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করে তিনি আজ বিশ্বের খ্যাতিমান ভাস্কর্যশিল্পী। কয়েক বছর বিদেশে কাজ করার পর দেশে ফিরে নিজের গ্রাম বালিচকে তৈরি করেছেন স্টুডিও। সেখানে তাঁর সহযোগী বহু শিল্পী ও কর্মী তৈরি করছেন নানা অসাধারণ শিল্পকর্ম। বিদেশি আর্ট স্টুডিওতে কাজ করার পাশাপাশি দেবাশিস অংশ নেন বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে। তাঁর তৈরি ভাস্কর্য বিদেশের মাটিতে জায়গা করে নিয়েছে। দেশের একাধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পেও কাজ করেছেন তিনি।

১০
১০ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

10 December, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইএনটিটিইউসি প্রতিষ্ঠা দিবস ঘাটালের প্রতিটি ব্লকে উদযাপন

সংবাদদাতা, ঘাটাল : তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র প্রতিষ্ঠা দিবস আজ, মঙ্গলবার। এই প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ঘাটাল সংগঠনিক জেলা জুড়ে প্রত্যেকটি ব্লকে দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। সেই মতো ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সনাতন বেড়ার নির্দেশে, প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ নম্বর ব্লকের পরপরয়াড়া ৬/২ অঞ্চলে আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে এলাকায় দলীয় পতাকা উত্তোলন করে মিছিল সহকারে এই দিনটি উদযাপিত হয়। বিকেলে সবং ব্লকে একটি সভা হয়। ছিলেন সনাতন বেরা, সবংয়ের আইএনটিটিইউসি'র ব্লক সভাপতি বিপুল মাইতি প্রমুখ। এদিন ডেবরায় একটি মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবসে মিছিলে পা মেললেন সনাতন বেরা, বিপুল মাইতি প্রমুখ।

এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডেবরা ব্লক আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি শেখ আলতাফ আলি, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া প্রমুখ।

সরকারি আধিকারিককে কুকথা বিজেপি নেতার

সংবাদদাতা, মহিষাদল : ডেপুটেশন দিতে গিয়ে একেবারে সরকারি আধিকারিকের বাবা তুলে কুকথা বললেন বিজেপি নেতা। তাতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে চারিদিকে। ঘটনায় পরেই অবশ্য মহিষাদলের ওই বিজেপি নেতা রঘুনাথ পণ্ডা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। তবে গোটা ঘটনা নিয়ে গরু মেরে জুতো দান বলে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে তৃণমূল। বিতর্কে জড়ানো ওই বিজেপি নেতা রঘুনাথ বিজেপির এক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তিনি মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির বিরোধী দলনেতাও। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মহিষাদল ব্লক এলাকার বিজেপি-শাসিত রমণীমোহন মাইতি এবং ইটামগরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই প্রধান-সহ বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা ব্লক প্রাণিসম্পদ দফতরে ডেপুটেশন দিতে আসেন। মুরগিছানা বিতরণে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তাঁরা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে আধিকারিকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন রঘুনাথ। এমনকী ওই আধিকারিকের বাবা তুলেও কথা বলেন। মঙ্গলবার সকালের এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী বলেন, বিজেপির নেতাদের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। এটাই ওদের সংস্কৃতি। এতদিন তৃণমূলের বাবা-মা তুলে কথা বলত। এখন সরকারি আধিকারিককেও বলছে। বিডিও বরুণাশিস সরকার বলেন, কাউকেই বাবা-মা তুলে গালিগালাজ করা উচিত নয়। এমনটা হয়ে থাকলে তা খুব নিন্দনীয়।

অভিযুক্ত রঘুনাথ পণ্ডা।

গোয়ায় নাইট ক্লাবে মৃত সুভাষের দেহ বাড়ি ফিরল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : গোয়ার নাইট ক্লাবে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সুভাষ ছেত্রীর। শোকের ছায়া পরিবারে এবং গোটা গ্রামে। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাঁর কফিনবন্দি মৃতদেহ এসে পৌঁছল। পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাপতি রুমা রেশমি এক্কা ও অন্যরা। জানা গিয়েছে, বছর দুই আগে শেফের কাজে যোগ দিতে নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন সুভাষ। শনিবার সিলিন্ডার বিস্ফোরণের সময় সেখানেই কাজ করছিলেন। এই ঘটনায় মোট ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বানুরছাট এলাকার সুভাষও ছিলেন। খবর পেয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন সুভাষের মা টঙ্কা মায়া ছেত্রী। পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিলেন সুভাষ। তাঁর রোজগারে চলত গোটা পরিবার। প্রথমে খবর দেখে জানতে পারেন সুভাষ গুরুতর আহত। পরে নিশ্চিত হওয়া যায়, বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। নাইট ক্লাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন সুভাষের দিদি ঊর্মিলা ছেত্রী। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। ক্লাব কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের গাফিলতি রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি করেছেন মৃতের পরিবার।

শিলিগুড়িতে এল সুভাষ ছেত্রীর দেহ। ইনসেটে সুভাষ।

সোনালিকে আর্থিক সাহায্য কাজলের

হাসপাতালে সোনালি বিবির হাতে চেক দিচ্ছেন কাজল শেখ।

সংবাদদাতা, বীরভূম : রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে বুধবার সোনালি বিবির শারীরিক অবস্থার খবর নিয়ে এলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। দেখা করার পর কাজল শেখ জানিয়েছেন, বর্তমানে সোনালি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন, কোনওভাবেই যেন সোনালি বিবির চিকিৎসার কোনও গাফিলতি না হয়। উনি কেমন আছেন প্রত্যেক মুহূর্তে খবর নিচ্ছেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজল জানিয়েছেন, এদিন সোনালির হাতে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন, যাতে ওঁর পরিবারটি স্বাবলম্বী হতে পারে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী ওঁর পরিবারকে সমস্ত রকমের সাহায্য করেছেন। আমরাও মুখ্যমন্ত্রীকে অনুসরণ করে সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্য করলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে কাজল বলেন, সোনালি বিবি ভারতীয়, তার সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ফিরিয়ে আনার জন্য আইনি লড়াই লড়েছেন। কেন্দ্রকে বার্তা দিয়েছেন, বাংলায় কথা বললে যদি কোনও বাঙালিকে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয় তাহলে মা মাটি মানুষের সরকার চুপ করে বসে থাকবে না। এখনও সোনালির স্বামী বাংলাদেশে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যসভা সংসদ সামিরুল ইসলামকে নির্দেশ দিয়েছেন, ওঁদের যেন অবিলম্বে রাজ্যে নিজের জেলায় বাড়িতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা। উদ্বোধনে এসে গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি জানালেন, মোবাইলের যুগে বই পড়ার অভ্যাস কমে গেলেও মানুষকে 'বইমুখী' করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলায় বইমেলার আয়োজন করছে। সোমবার ফলতার হরিণডাঙা বাসুদেবপুর ফুটবল মাঠে ৩১তম জেলা বইমেলার উদ্বোধন করে জেলা প্রশাসন। চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট ৭৫টি স্টল রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, মহকুমা শাসক শুভজিৎ গুপ্ত, সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি-সহ অন্য প্রশাসনিক কর্তারা।

অসুস্থ বিএলওকে অ্যাম্বুল্যান্সে

(প্রথম পাতার পর)

হয়ে পড়েন ৫৭ বছর বয়সি দেবাশিসবাবু। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরেই তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। এদিকে, পরিবারের একমাত্র রোজগেরে হওয়ায় গোটা পরিবার এখন আতান্তরে পড়েছে। তাই কমিশনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন ওই বিএলওর পরিবার। কারও কাজের চাপ! তো কারও সময়ে কাজ শেষ করা নিয়ে দুশ্চিন্তা! আর এর জেরেই সম্প্রতি একের পর এক বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-র অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে চলেছে রাজ্যে।

ক্ষমা করবে না বিজেপিকে

(প্রথম পাতার পর)

যেন মনে হচ্ছে হরিদা, শ্যামদা। মনে রাখবেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম' রচনা করেছেন। তাঁকে এটুকু সম্মান দিলেন না! আপনাদের তো নাকখত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে। তাতেও ক্ষমা হবে না। আপনারা অসম্মান করেছেন দেশের ইতিহাসকে, দেশের আন্দোলনকে, দেশের সংস্কৃতিকে। ক্ষুদিরামকে বললেন সন্ত্রাসবাদী! বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙলেন। বাংলা সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা আন্দোলন করেছে। ৯৮ শতাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন বাংলার। আজ সেই বাংলাকে অপমান করছেন! মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইন্ডিগোর সমস্যা নিয়ে উত্তপ্ত হল লোকসভা। মন্ত্রীর বক্তব্যের পরেই মঙ্গলবার এই নিয়ে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। কিন্তু আলোচনা না হওয়ায় ওয়াকআউট করেন বিরোধী সাংসদরা

দিল্লি দরবার

10 December 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১০ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

বন্দে মাতরম নিয়ে ময়না তদন্ত করা দুর্ভাগ্যজনক

বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তিতে স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি অবমাননার বিরুদ্ধে তৃণমূল সাংসদদের এই প্রথম মৌন প্রতিবাদ সংসদের সেন্ট্রাল হলে। মঙ্গলবার।

নয়াদিল্লি : ১৫০ বছর পরে বন্দে মাতরম নিয়ে ময়নাতদন্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের সবার উচিত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শে বন্দে মাতরমকে কুর্নিশ করা। রাজ্যসভায় বললেন, তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। বন্দে মাতরম রাষ্ট্রগানের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সংসদীয় আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মঙ্গলবার বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে অজানা অনেক তথ্য তুলে ধরলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। মঙ্গলবার সংসদের উচ্চকক্ষে দাঁড়িয়ে সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবার আগে বন্দে মাতরম গান গেয়েছিলেন। তার আগে ১৮৮৬ সালে কলকাতার টাউন হলে বন্দে মাতরম গানটি গেয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু, কবি, আইনজীবী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি। বন্দে মাতরম স্লোগানটির ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুখেন্দুশেখর রায় মনে করিয়ে দেন, সবার আগে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সামনে কলকাতার খিদিরপুরে প্রথম বন্দে মাতরম স্লোগানটি ধ্বনিত হয়। কোন আবেগে বন্দে মাতরম গোটা দেশকে একসূত্রে বেঁধেছে, তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন সবার, রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে মনে করিয়ে দেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়।

অভিষেকের প্রশ্নে কেন্দ্রের স্বীকারোক্তি, ১০০ দিনের কাজে বাংলার বরাদ্দ শূন্য

নয়াদিল্লি : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের মুখে পড়ে পালানোর পথ পেল না মোদি সরকার। স্বীকার করতে বাধ্য হল, ১০০ দিনের কাজে বাংলার বরাদ্দ শূন্য। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে যে তথ্য দিল কেন্দ্র তাতে স্পষ্ট, ১০০ দিনের কাজে কমবেশি বিভিন্ন রাজ্য পেলেও বাংলা এক পয়সাও পায়নি। শুধু তাই নয়, মনরেগা প্রকল্পে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বেতন বাবদ কত টাকা বাকি রয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেও কেন্দ্রকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য এবং মাসভিত্তিক বকেয়ার হিসেবই শুধুমাত্র দাবি করেননি তিনি, এই বকেয়া বেতন মেটাতে কতদিন লাগবে, সেই সুনির্দিষ্ট সময়সীমা জানতে চেয়েছেন তিনি। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ খাতে কত টাকা বকেয়া আছে, তারও হিসেব দাবি করেছেন অভিষেক।

লোকসভায় অভিষেক জানতে চেয়েছিলেন, ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজে কোন রাজ্যের কত টাকা বকেয়া রয়েছে? রাজ্যগুলির বকেয়া মেটাতে কত সময় নেওয়া হয়েছে? সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজে ব্যবহৃত পণ্যের বকেয়া কত? সময়মতো বেতন মিটিয়ে দেওয়ার কোনও পরিসংখ্যান রয়েছে কি? থাকলে প্রকাশ করা হোক।

পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, ২০২৪-২৫ পর্যন্ত সব রাজ্যের বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলা ছাড়া। বাংলার টাকা মেটানো হয়নি। অর্থাৎ পরিসংখ্যান দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার ১০০ দিনের টাকা মেটায়নি।

অভিষেকের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসোয়ানের সাফাই, ১০০ দিনের কাজের টাকা শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হয়। দৈনিক বেতন দৈনিক হিসাবেই বরাদ্দ করা হয় রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কাজের জন্য যে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে বাংলার নাম নেই কেন, সেই প্রশ্নে নিরুত্তর মন্ত্রী।

এসআইআরের আসল লক্ষ্য ভোটারদের বাদ দেওয়া

বিএলওদের অকাল মৃত্যুর দায় কার? লোকসভায় প্রশ্ন তুললেন কল্যাণ

নয়াদিল্লি : বিএলওদের মৃত্যুর দায় কার? লোকসভায় প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এসআইআর নিয়ে আলোচনায় তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে ভোটচুরি চলছে কমিশন-বিজেপির মিলিত কারচুপিতে। তাঁর অভিযোগ, এসআইআরের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে অমানবিক কাজের চাপ দেওয়া হচ্ছে বিএলওদের উপরে। বাংলায় আত্মহত্যা করেছেন ২০ জন, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৫ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ৩ জন। এর জন্য দায়ী কে? নির্বাচন কমিশন? লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলায় ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা 'সার' যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে, তার আসল উদ্দেশ্য কী? মঙ্গলবার নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আয়োজিত বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'সার'-এর আসল উদ্দেশ্য হল অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু এখানে সরকার ও নির্বাচন

কমিশনের মূল লক্ষ্য হল, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া! এটা সংবিধান-বিরোধী পদক্ষেপ। তাহলে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে যারা নির্বাচিত হয়েছে, তাদের জয়ের ভিত্তি কী? এদিন কতগুলি যুক্তিসঙ্গত সুনির্দিষ্ট বিষয় তুলে ধরেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তোলেন, কমিশনের ক্ষমতা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, কমিশন বলছে যে তাদের কাছে তদারকির ক্ষমতা আছে। তাই তারা যা খুশি করতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, তদারকির ক্ষমতা কখনওই সংসদের তৈরি করা কোনও আইনের ক্ষমতার থেকে বেশি হতে পারে না। বিএলওদের মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নয়, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবও বলেছেন, সেখানে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেটা তো বিজেপি শাসিত রাজ্য! বিজেপি শাসিত গুজরাতে ৬ জন, রাজস্থানে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেউ কি তাঁদের কাছে গিয়েছেন? বিজেপির কোনও সাংসদ ও মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নিয়েছেন কেন এই মৃত্যু? আমরা কিন্তু গিয়েছিলাম। সোনালি বিবির প্রসঙ্গ তোলেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, বিহারে কোথায় অনুপ্রবেশকারী? যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে তবে তা প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ত্রুটি। বুধবার রাজ্যসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার সম্ভবনা। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ, দোলা সেন ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন।

বিএলওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কমিশন ও কেন্দ্রের, সাফ জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: বিএলওদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের দায়িত্ব রয়েছে। মঙ্গলবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ বলেছে, নিরাপত্তা নিয়ে বিএলওরা কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁরা মুখ নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে অভিযোগ জানাতে পারেন। বস্তুত বিএলও-দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে এদিন প্রশ্নের মুখে পড়ল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে সওয়াল-জবাবের সময়ে বিএলওদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিএলও-দের কাজ করতে কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে কমিশনকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। শীর্ষ আদালত বুঝিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের তো দায়িত্ব আছেই, কিন্তু মূল দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না নির্বাচন কমিশন।

বাংলাভাষী নির্যাতন ওড়িশায়

মালকানগিরিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হল ৫০টি ঘরবাড়ি

ভুবনেশ্বর : বিজেপি শাসিত ওড়িশা ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে বাংলাভাষী মানুষের জন্য। ক্রমশ স্থানীয় মানুষের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হচ্ছে যে যাঁরাই বাংলাভাষায় কথা বলেন তাঁরাই বাংলাদেশি। এবার সেই রোষে মালকানগিরিতে গোটা গ্রামে বাংলাভাষীদের ঘরবাড়ি ভেঙে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। ঘটনার জেরে স্থানীয় দুটি গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ গেরুয়া প্রশাসন এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধের নিদান দিল।

ডেরেক ও'ব্রায়েন (রাজ্যসভা)
এটা কি সত্যি যে, বায়ুদূষণের কারণে জিডিপির ক্ষতির অঙ্ক ৯.৫ শতাংশ। গত ৫ বছরে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সরকারিভাবে মৃত্যুর সংখ্যা কত?

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজ্যসভা)
জিএসটিতে ই-ওয়ে বিল সিস্টেমে গলদের কথা স্বীকার করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সাগরিকা ঘোষ (রাজ্যসভা)
প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ প্রকল্পে বরাদ্দ টাকার মাত্র ০.৫ শতাংশ মাত্র খরচ করা হয়েছে এর শুরু থেকে।

আবু তাহের খান (লোকসভা)
গত ৫ বছরে মনরেগা প্রকল্পে গড়ে কত কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। নথিভুক্তির সংখ্যাই বা কত?

মহুয়া মৈত্র (লোকসভা)
২০১৪ থেকে ২০২৪ মধ্যে কেন্দ্র বাংলার প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৭ শতাংশ বরাদ্দ করেছে। দেওয়া হয়েছে মাত্র ৪,৬১৯ কোটি টাকা।

জুন মালিয়া (লোকসভা)
লক্ষ্যমাত্রার ৩১ শতাংশ কৃষকই এখনও পরিচয়পত্র পাননি।

মিতালি বাগ (লোকসভা)
কেন্দ্রের সমবায় মন্ত্রকের ৪৪ শতাংশ পদই এখনও শূন্য।

ইউসুফ পাঠান ও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)
পশুপালন ও দুগ্ধ দফতরের ১৯ শতাংশ পদই এখনও পূরণ হয়নি।

শর্মিলা সরকার (লোকসভা)
সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট মন্ত্রকের ১৭ শতাংশ পদ এখনও পূরণ হয়নি।

পার্থ ভৌমিক ও সাজদা আহমেদ (লোকসভা)
খাদ্যশস্য এবং চিনি শিল্পে বাধ্যতামূলক চটের ব্যাগ ব্যবহারের বিষয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বাপি হালদার (লোকসভা)
ডেয়ারি পরিকাঠামো বাবদ গুজরাতকে ১৭৭ কোটি টাকা দেওয়া হলেও বাংলাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৭১ লক্ষ টাকা।

নাদিমুল হক (রাজ্যসভা)
খাদ্য পরিবহণের সময় এফসিআইয়ের ক্ষতি হয়েছে ১৪০০ কোটি টাকারও বেশি।

মৌসম বেনজির নুর (রাজ্যসভা)
চিন থেকে এখনও ৯৫ শতাংশ সার আমদানি করতে হচ্ছে। কৃষির স্বার্থে সারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি?

কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে নয়াদিল্লি। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পর এবার জেলেনস্কির সফর নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। জল্পনা তুঙ্গে যে, বছর ঘুরলেই ভারতে আসতে পারেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট

ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অন্যান্য রাজ্যে মৃত ৩৩ বিএলও

নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কাণ্ড বুথ-আধিকারিকদের জন্য মৃত্যুফাঁদ, বলছে রিপোর্ট

নয়াদিল্লি : তড়িঘড়ি এসআইআর লাগু করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনাহীন তুঘলকি ফতোয়ার মাশুল দিতে হচ্ছে বিএলওদের। এঁরা প্রায় সবাই শিক্ষক। অসহনীয় কাজের চাপ নিতে না পেরে কেউ আত্মঘাতী হচ্ছেন, কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছেন। যে কাজ একবছর ধরে করা উচিত, বিজেপির নির্বাচনী অঙ্কের চাপে সেই কাজ এক মাসে করতে বিএলওদের বাধ্য করছে নির্বাচন কমিশন। বাংলা-সহ ভোটমুখী অবিজেপি রাজ্যগুলিকে টার্গেট করে এই চক্রান্ত শুরু। এর জেরে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে কী পরিস্থিতি, তা তুলে ধরে অলাভজনক গবেষণা সংস্থা স্পেক্ট ফাউন্ডেশন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ছ'টি রাজ্যে অন্তত ৩৩ জন বুথ-স্তরীয় আধিকারিক (বিএলও) হয় চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন অথবা কাজের চাপে চিকিৎসাজনিত জরুরি অবস্থায় মারা গিয়েছেন। মৃতদের পরিবারগুলি অভিযোগ করেছে যে এই মৃত্যুগুলি দেশব্যাপী চলমান বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) কাজের সঙ্গেই সরাসরি সম্পর্কিত। তবে স্পেক্ট-এর এই প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুর ঘটনাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে এসআইআর-এর দায়িত্বে থাকা রাজ্যের অন্তত ৪০ জন সরকারি আধিকারিক প্রাণ হারিয়েছেন।

এসআইআর আধিকারিকদের পরিবারের বক্তব্য এবং সুইসাইড নোটগুলি নথিভুক্ত করে এই প্রতিবেদনটিতে বিশাল সংশোধন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের উপর দায় চাপানো হয়েছে। গুজরাতের এক বুথ-স্তরীয় আধিকারিক অরবিন্দ ভাঢ়ের সুইসাইড নোটে লেখা ছিল: আমি আর এই এসআইআর-এর কাজ চালিয়ে যেতে পারছি না। গত কয়েকদিন ধরে খুব ক্লান্ত ও সমস্যার মধ্যে আছি। পরিবারকে খুব ভালবাসি, কিন্তু এখন নিজেকে পুরোপুরি অসহায় লাগছে। আমার আর কোনও পথ খোলা নেই। এর আগে সংবাদমাধ্যম উত্তরপ্রদেশে বুথ-স্তরীয় আধিকারিকদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছিল, বিশেষত বিপিন যাদবের ঘটনাটি, যাঁর পরিবার অভিযোগ করেছিল যে তাঁকে জোর করে কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তালিকা থেকে বাদ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল—যদিও পরে নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগ অস্বীকার করে। উত্তরপ্রদেশের আরেক বুথ-স্তরীয় আধিকারিক সর্বেশ সিং আত্মহত্যার আগে একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর মায়ের কাছে আবেদন করেছিলেন: মা, দয়া করে আমার মেয়েদের খেয়াল রেখো। আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি কাজটি শেষ করতে পারিনি। আমি গভীর কষ্টের মধ্যে আছি। গত ২০ দিন ধরে ঘুমাতে পারিনি। আমার চারটি ছোট মেয়ে আছে। অন্যরা হয়তো কাজটি শেষ করতে পারবে, কিন্তু আমি পারছি না। আমি একটা চরম পদক্ষেপ নিতে চলেছি। খোদ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই বিএলওরা কমিশনকে দুষে এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তার পরেও নির্বাচন কমিশন বা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, কেউই এই মৃত্যুগুলির কথা স্বীকার করেননি বা মৃতদের পরিবারের জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেননি। প্রশ্ন উঠছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলা হলে বাকি রাজ্যের এই মৃত্যুর ঘটনাগুলির কী ব্যাখ্যা দেবে কমিশন?

এসআইআর প্রক্রিয়াটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বিহারে প্রথম পরিচালিত হয়। শুরু থেকেই তা সমালোচনা ও সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস এবং আরজেডি-র মতো বিরোধী দলগুলি বিহারে বারবার অভিযোগ করেছে যে, এই প্রক্রিয়াটি ভারতীয় জনতা পার্টিকে অযাচিত সুবিধা দিচ্ছে। যদিও নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শুরু থেকেই। বিহারের পর এসআইআর প্রক্রিয়াটি পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত এবং উত্তরপ্রদেশ-সহ ন'টি রাজ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। স্পেক্ট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাছাই করার উদ্দেশ্য হলেও এসআইআর সাধারণ সংশোধন প্রক্রিয়াগুলির চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। শুধুমাত্র মৃত বা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই নয়, বরং এটি একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্যে ভোটার তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের সমতুল্য।

বাংলায় ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে ৪০ জনের

প্রতিবেদনে আধিকারিকদের মধ্যে মানসিক কষ্টের প্রধান কারণ হিসেবে অযাচিত শাস্তিমূলক রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে, উত্তরপ্রদেশের দুটি জেলা—নয়ডা এবং সাহিবাবাদে—কর্তব্যে অবহেলার জন্য ৮১ জন বুথ-স্তরীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে এই গুরুতর পরিস্থিতির কারণে আধিকারিকরা চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছেন, যা এই প্রক্রিয়া চলাকালীন আধিকারিকদের একাধিক বাধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বাস্তবে এসআইআর ভোটারদের একটি বড় অংশের জন্য কার্যত একটি নতুন করে নিবন্ধনের অভিযানে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, মাঠ-পর্যায়ের সম্পূর্ণ যাচাইকরণ, ফর্ম সংগ্রহ এবং প্রাথমিক তথ্য প্রবেশ করানোর কাজ প্রতিটি ধাপে প্রায় এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়সূচি গুরুতর প্রশাসনিক ত্রুটি এবং পদ্ধতিগত ফাঁকগুলি উন্মোচিত করেছে, যা বিহারে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। পরিশেষে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: এই প্রক্রিয়া কেবল ভারতীয় নাগরিকদের ব্যাপকভাবে ভোটাধিকার হরণ করছে না, বরং এটি বুথ-স্তরীয় আধিকারিকদের জন্য মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে।

সরকারি সুবিধা পেতে বাধ্যতামূলক নয় আধার, সংসদে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি : সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সুবিধাভোগীদের জন্য আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কমলেশ পাসোয়ান লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে এই আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি জানান, আধার কার্ড না থাকার কারণে কোনও যোগ্য সুবিধাভোগীকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং ভারতীয় অনন্য পরিচিতি কর্তৃপক্ষ (ইউআইডিএআই) আধার জারি করে এবং আধারধারীর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য প্রমাণীকরণ পরিষেবা প্রদান করে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগগুলি তাদের প্রকল্পে স্বচ্ছভাবে সুবিধা বিতরণের জন্য এবং সুবিধাভোগীর পরিচয় নিশ্চিত করতে আধার ব্যবহার করে। ২০১৬ সালের আধার (আর্থিক ও অন্যান্য ভরতুকি, সুবিধা ও পরিষেবাগুলির লক্ষ্যযুক্ত বিতরণ) আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী, যে সকল প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের একত্রিত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হয়, সেগুলিতে জালিয়াতি রোধ করতে এবং সঠিক ব্যক্তির কাছে সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে সরকার আধার নম্বর চাইতে পারে। তবে, এই আইনটিতেই বলা আছে যে, যদি কারও আধার কার্ড না থাকে, তবে তাঁকে সুবিধা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এমন পরিস্থিতিতে, সুবিধাভোগীকে আধারের জন্য আবেদন করতে হবে এবং যতদিন আধার জারি না হয়, ততদিন তিনি প্রকল্পের সুবিধা পেতে বিকল্প পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে পারেন। এই বিধানটি নিশ্চিত করে যে আধার কার্ড না থাকার কারণে কোনও যোগ্য ব্যক্তি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ পড়বেন না। বর্তমানে, আধার আইনের ৭ ধারার অধীনে আধার ব্যবহারের জন্য ২,৮০০টিরও বেশি সরকারি প্রকল্প বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এছাড়াও, আধার আইনের ৪(৬) ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ব্যবহারকারী বিভাগ বা সংস্থাকে আধার নম্বরধারীকে বিকল্প এবং কার্যকর শনাক্তকরণ পদ্ধতির বিষয়ে জানাতে হবে এবং প্রমাণীকরণে অস্বীকার বা অসমর্থতার জন্য তাকে কোনও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

তৃণমূলের সাংসদ দেবের প্রশ্নের জবাব

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা এই সপ্তাহে

বাংলাদেশ

ঢাকা : বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে এই সপ্তাহে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসিরউদ্দিন। তিনি বলেন, এই সপ্তাহে তফসিল (নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি) ঘোষণা হয়ে যাবে। এর আগে অগাস্টে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা জানিয়েছিল বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে সেসময় বলা হয়েছিল, ডিসেম্বরে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হতে পারে। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস জানিয়েছিলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সঙ্গেই জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট হবে। নির্বাচন কমিশনও পৃথক ব্যালটে একই সঙ্গে দুই ভোট করার কথা জানিয়েছিল। তা নিয়ে বিতর্কও হয়। কিন্তু ভোট ঘোষণার আগে কেন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার? জবাবে নাসিরউদ্দিন বলেন, ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি তৈরি হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরই যাতে এই কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়েছি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জলবায়ু পরিবর্তনে ভবিষ্যতে শীতকালীন শ্বাসজনিত বিরল রোগের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। তাই উচিত নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, দু বছরের বেশি বয়সি শিশুদের জন্য এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

ছোটদের বিরল শীতরোগ

শীতের সময় স্বাভাবিক ব্রঙ্কাইটিস, পেটের সমস্যা কিংবা নিউমোনিয়ার বাইরেও সাধারণ উপসর্গের বেশ কিছু অপরিচিত রোগের শিকার হয় বাচ্চারা। অপর্যাপ্ত সচেতনতার অভাবে সেগুলো উপেক্ষিত হয়, ডেকে আনে জীবন-মরণ সমস্যা। লিখলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

শীত আরামের হলেও সময়-সময় এবং ব্যক্তিবিশেষে তা বেশ ভয়ের এবং দুশ্চিন্তারও। বিশেষ করে ছোটদের। এমন কিছু রোগ আছে যা এই শীতে হয়। সাধারণ জ্বর, পেটব্যাথা বমির বাইরে সেই রোগ অপরিচিত তাই এর সম্পর্কে সচেতনতা ও সতর্কতা জরুরি।

কাওয়াসাকি রোগ

ডাক্তারি পরিভাষায় একে মিউকোকিউটেনিয়াস লিম্ফ নোড সিন্ড্রোম বা ভাসকুলাইটিস সিন্ড্রোমও বলা হয়ে থাকে। এটি একধরনের প্রদাহজনিত অসুখ যা শিশুর রক্তনালিতে, বিশেষ করে হৃদয়ের ধমনীগুলোতে প্রদাহ সৃষ্টি করে। উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় জ্বর, লালচে চোখ, সারা শরীরে ফুসকুড়ি, হাত-পা ফুলে যাওয়া, আর জিভে বিশেষ ধরনের দাগ যাকে বলে 'স্ট্রবেরি টাং'। চিকিৎসা না হলে হৃদযন্ত্রের ধমনিতে অ্যানিউরিজম বা ফুলে যাওয়া অংশ তৈরি হতে পারে, যা প্রাণঘাতী হতে পারে।

ভারতে এ-রোগের প্রকোপ মোটের ওপরই খুব কম— প্রতি এক লক্ষ শিশুর মধ্যে প্রায় ৫-১০ জন আক্রান্ত হয়। এই রোগের কারণ আজও অজানা। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিশেষ কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে শীত এবং বসন্তে বাড়ে। এই রোগ প্রধানত পাঁচ বছরের নিচের শিশু বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

এ রোগের কোনও টিকা নেই। তবে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে শিরায় ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং অ্যাসপিরিন প্রয়োগে জটিলতা অনেকাংশে রোধ করা যায়। উপসর্গগুলোর সঙ্গে হামের মিল আছে। তাই পার্থক্য বুঝে চিকিৎসা করতে হবে।

অটো-ইমিউন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর নাম কোল্ড অ্যাগ্লুটিনিন ডিজিজ। এটি এক বিরল প্রতিরোধজনিত অসুখ, যেখানে শরীরের অ্যান্টিবডি ঠান্ডা আবহাওয়ায় নিজেরই লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে ভেঙে দেয়। এর ফলে দেখা দেয় রক্তাল্পতা, ত্বক ও চোখে হালকা হলদে ভাব (জন্ডিস), গাঢ় রঙের প্রস্রাব ও প্রবল ক্লান্তি। অনেক সময় মাইকোপ্লাজমা জাতীয় সংক্রমণ এই রোগকে উদ্দীপিত করে।

যদিও ঠান্ডা তাপমাত্রা এই রোগকে সক্রিয় করে তুলতে পারে, এর প্রকোপ অত্যন্ত কম— মোট অ্যানিমিয়া রোগীর মধ্যে এর হার ০.০১ শতাংশেরও কম। শীতের পরবর্তী ভাইরাসজনিত সংক্রমণের প্রভাবে কিছু ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়। গ্রামীণ ভারতে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে প্রায়ই রোগটি চিহ্নিতই হয় না। সাধারণত ৫-১০ বছর বয়সি স্কুল-পড়ুয়া শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

শরীর উষ্ণ রাখা এবং ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রার সংস্পর্শ এড়ানো জরুরি। প্রাথমিক সংক্রমণ থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। গুরুতর অবস্থায় রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে।

নোরোভাইরাস গ্যাস্ট্রো-এন্টেরাইটিসের প্রাদুর্ভাব নোরোভাইরাস সংক্রমণে তীব্র বমি-ডায়রিয়া ও জলশূন্যতা দেখা দেয়, যার ফলে শরীরে লবণ ও তরলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। মারাত্মক পর্যায়ে শিশুদের খিঁচুনি বা কিডনি জটিলতাও দেখা দিতে পারে। সব ডায়রিয়ার মধ্যে প্রায় ১-২ শতাংশ ক্ষেত্রে নোরোভাইরাস দায়ী। তবে শীতকালে মাঝে মাঝে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে ছোটখাটো প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নোরোভাইরাস সাধারণত শীতকালেই ব্যাপকভাবে ছড়ায়, কিন্তু ভারতে এটি তুলনামূলক কম দেখা যায়— এখানে রোটাভাইরাস বেশি প্রভাবশালী। তবুও শীতল মৌসুমে দূষিত খাবার ও জলের মাধ্যমে, বিশেষত জনবহুল পরিবেশে যেমন স্কুল বা অনাথাশ্রমে, নোরোভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

পর্যাপ্ত তরল ও স্যালাইন সরবরাহই প্রধান চিকিৎসা। পরিবেশের হাইজিন ও খাদ্যস্বাস্থ্য বজায় রাখা জরুরি। কোনও নির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নেই— সাধারণত ১-৩ দিনের মধ্যেই উপসর্গ কমে যায়, তবে গুরুতর ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।

ঠান্ডাজনিত রক্তনালির সংকোচন

চিকিৎসকেরা বলেন রেনো'স ফেনোমেনন। ঠান্ডা আবহাওয়ায় রক্তনালির হঠাৎ সংকোচনের কারণে হাতের আঙুল বা পায়ের আঙুল প্রথমে ফ্যাকাশে সাদা, পরে নীলচে, এবং শেষে লালচে হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে তীব্র ব্যথা, অবশ ভাব বা সুচ ফোটার মতো অনুভূতি দেখা যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি প্রায়ই অন্য কোনও অটোইমিউন রোগ যেমন লুপাস বা স্ক্লেরোডার্মা— এর দ্বিতীয় লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়।

এটি শিশুদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল— প্রাদুর্ভাব ১ শতাংশেরও কম। তবে শীতের তীব্র ঠান্ডা এ রোগের আক্রমণ বাড়িয়ে দেয়। যেসব অঞ্চলে দূষণ, মানসিক চাপ ও তাপমাত্রার অস্থিরতা প্রবল, সেখানেই এই অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। সাধারণত কিশোর বা কিশোরীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তবে প্রায়ই সঠিকভাবে শনাক্ত না হওয়ায় এর প্রকৃত হার অজানা রয়ে গেছে।

শীতে গরম গ্লাভস ও মোজা ব্যবহার করা, ক্যাফেইন ও ধূমপানের সংস্পর্শ এড়ানো জরুরি। গুরুতর বা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্রে রক্তনালিকে শিথিল করার ওষুধ, যেমন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ব্যবহার করা হয়।

এসবের বাইরেও শীতকালে বায়ুদূষণের মাত্রা যখন আকাশ ছুঁয়েছে, তখন শিশুদের মধ্যে বিরল ধরনের হাঁপানির প্রকোপ বা দূষণজনিত হৃদপেশির প্রদাহ (মায়োকার্ডাইটিস)-এর ঘটনাও ক্রমে নজরে আসছে, যদিও এ-সংক্রান্ত তথ্য এখনও সীমিত। অপুষ্ট শিশুরা, বিশেষ করে শহরের বস্তি অঞ্চলে বা উচ্চভূমি এলাকায় দ্বিগুণ ঝুঁকিতে থাকে। কিছু আদিবাসী অঞ্চলে ফ্রস্টবাইট সমস্যার বিরল উদাহরণও নথিবদ্ধ হয়েছে।

মানের বিচারে আইপিএল নয় পিএসএল-ই সেরা, দাবি ওয়াসিম আক্রমের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ হালান্ড বনাম এমবাপে

মাদ্রিদ, ৯ ডিসেম্বর : বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মুখোমুখি দুই গোলমেশিন! কিলিয়ান এমবাপে ও আর্লিং হালান্ডের দ্বৈরথ দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ফুটবল বিশ্ব। তবে ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মুখোমুখি হওয়ার আগে চাপে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

মরশুমের শুরুটা দারুণভাবে করেও হঠাৎ করেই খেই হারিয়েছে রিয়াল। ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়নরা সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে শেষ ৭ ম্যাচে জিতেছে মাত্র ২টি! এর মধ্যে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে সেল্টা ভিগোর কাছে ০-২ গোলে হেরেছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছেন জাবি আলোন্সোও। ম্যান সিটির কাছে হারলে কোচের পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হতে পারে তাঁকে।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া আলোন্সোর সেরা বাজি এমবাপে। ফরাসি স্ট্রাইকার এই মরশুমে দুর্দান্ত ফর্মে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিমধ্যেই ৯টি গোল করে ফেলেছেন তিনি। সমস্যা হল, এমবাপে আটকে গেলেই রিয়ালও মুখ থুবড়ে পড়ছে। বাকি তারকাদের মধ্যে ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও জুড বেলিংহ্যাম নিজেদের সেরা ফর্মের ধারেকাছেও

নেই। তাই গোলের জন্য ভরসা সেই এমবাপে।

অন্যদিকে, বুধবার রাতের ম্যাচটা ম্যান সিটির কাছেও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল যেখানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পাঁচে রয়েছে। সেখানে সমান ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও তাই তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে চাইছেন ম্যান সিটি কোচ। গুয়ার্দিওলার বড় ভরসা হালান্ডও নিয়মিত গোল করছেন। সম্প্রতি প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০ গোলের নতুন রেকর্ড গড়েছেন হালান্ড।

তবে ম্যান সিটি পুরোপুরি হালান্ড নির্ভর নয়। ফিল ফোডেন, বের্নার্দো সিলভা, গাভাদিওলদের মতো ফুটবলার রয়েছে গুয়ার্দিওলার হাতে। যাঁরা নিজেদের দিনে একাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। তবে যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এমবাপে ও হালান্ড। দুই তারকার লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসেন, সেটাই দেখার।

ব্রোঞ্জের জন্য লড়বে ভারত

চেন্নাই, ৯ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে আয়োজিত যুব হকি বিশ্বকাপে সোনা জয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার ভারতের। সেমিফাইনালে উঠলেও, পি আর শ্রীজেশের প্রশিক্ষণাধীন দল ১-৫ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানির কাছে। তবে এখনও ভারতীয়দের সামনে পদক জয়ের সুযোগ রয়েছে। বুধবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল। ম্যাচটা জিতলেই ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত। যা কিছুটা হলেও সেমিফাইনালে হারের যন্ত্রণা মেটাবে। তবে ভারতীয়দের কাজটা খুব কঠিন। কারণ আর্জেন্টিনা দু'বারের চ্যাম্পিয়ন। এবারের বিশ্বকাপেও দারুণ খেলেছে। সেমিফাইনালে দুরন্ত লড়াই করেও স্পেনের কাছে ১-২ গোলে হেরে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ব্রোঞ্জ জিতে সেই আক্ষেপ মেটানোর জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপাবেন আর্জেন্টাইনরাও। ভারতীয় কোচ শ্রীজেশ বলছেন, জার্মানির বিরুদ্ধে আমরা বেশ কিছু ভুলের খেসারত দিয়েছি। সেই সব ভুল শুধরে নিয়ে ছেলেরা ব্রোঞ্জের জন্য লড়াই করবে। দেশের মাটিতে পদক জয়ের দারুণ সুযোগ ছেলেদের সামনে। দেশকে গর্বিত করার এই সুযোগ ওরা হাতছাড়া করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে, এরজন্য লড়তে হবে।

চার গোলে জয়ে ফিরল ম্যান ইউ

জোড়া গোলের নায়ক ব্রুনোকে নিয়ে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস।

উলভারহ্যাম্পটন, ৯ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট হ্যামের কাছে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার পর প্রিমিয়ার লিগে জয়ের সরণিতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকায় সবার শেষে থাকা দলের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিতল রেড ডেভিলস। উলভসকে তাদের ঘরের মাঠে ৪-১ হারাল ম্যান ইউ। জোড়া গোল করেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। প্রিমিয়ার লিগে দুর্দশা অব্যাহত উলভসের। এদিনের জয়ের পর পয়েন্ট তালিকায় ছ'নম্বরে উঠে এল রুবেন আমোরিমের দল। ১৫ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট ইউনাইটেডের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা নিশ্চিত করতে প্রথম চার লক্ষ্য ব্রুনোদের।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ম্যান ইউ। ২৫ মিনিটেই প্রথম গোল লাল ম্যাঞ্চেস্টারের। গোল করেন ব্রুনো। তবে বিরতির ঠিক আগে যোগ করা সময়ে গোল শোধ করে দেয় উলভস। গোলদাতা জিন বেলেগার্দে। দ্বিতীয়ার্ধে উজ্জীবিত খেলে তিন গোল করে জয় তুলে নেয় ম্যান ইউ। ম্যাথেউস কুনহা ও ব্রায়ান এমবিউমোর যুগলবন্দিতে দ্বিতীয় গোল করে এগিয়ে যায় ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি। ৫১ মিনিটে কুনহার পাস থেকে বল জালে জড়ান এমবিউমো।

৬২ মিনিটে আসাধারণ গোল ম্যাসন মাউন্টের। ৩-১ করে জয় নিশ্চিত করে ইউনাইটেড। কুনহার অসাধারণ লব বুকে রিসিভ করে ভলিতে গোল করেন মাউন্ট। ৮২ মিনিটে শেষ গোলটি ফের ব্রুনোর।

ফিট কামিন্স, নেই হ্যাজলউড

অ্যাডিলেড, ৯ ডিসেম্বর : আগামী ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে শুরু হবে অ্যাসেজ সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। আর অ্যাডিলেড টেস্ট খেলার জন্য সম্পূর্ণ ফিট প্যাট কামিন্স। তবে খারাপ খবর হল, চোটে জন্য পুরো অ্যাসেজ থেকেই ছিটকে গেলেন আরেক অস্ট্রেলীয় পেসার জস হ্যাজলউড। একই কারণে অ্যাসেজ শেষ ইংল্যান্ডের পেসার মার্ক উডেরও।

পারথ ও গাব্বায় জেতার সুবাদে চলতি অ্যাসেজে আপাতত ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে জিতলেই, অ্যাসজ নিজেদের দখলে রেখে দেবেন স্টিভ স্মিথরা। বল হাতে অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন মিচেল স্টার্ক। এই পরিস্থিতিতে কামিন্সের সংযোজন নিঃসন্দেহে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে অসট্রেলীয় শিবিরকে। কামিন্সের অনুপস্থিতিতে পারথ ও গাব্বায় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্মিথ। অ্যাডিলেডে অবশ্য বেন স্টোকসের সঙ্গে টস করতে যাবেন কামিন্সই।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, কামিন্স ১০০ শতাংশ ফিট। কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটলে, অ্যাডিলেডে ও-ই টস করতে যাবে।

সমুদ্রসৈকতে ছুটি কাটাচ্ছেন স্টোকসরা

অ্যাডিলেড টেস্টে ফের নতুন বলে জুটি বাঁধছেন কামিন্স ও স্টার্ক।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে হ্যাজলউডকে এই সিরিজে আমরা পাচ্ছি না। অস্ট্রেলীয় কোচ আরও জানিয়েছেন, উসমান খোয়াজাও ফিট হয়ে উঠছেন। তাঁকেও অ্যাডিলেডে পাওয়া যাবে। তবে দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড এবং জ্যাক ওয়েদারাল্ড ভাল ফর্মে থাকায়, খোয়াজাকে মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে হতে পারে। পাশাপাশি অ্যাডিলেডে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল অফস্পিনার নাথান লিয়নেরও। ইংল্যান্ডের জন্য বড় ধাক্কা উডের ছিটকে যাওয়া। উডের বদলে ম্যাথু ফিশারকে স্কোয়াডে যোগ করেছে ইংল্যান্ড।

এদিকে, তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে ব্রিসবেনের উত্তরে নুসা সমুদ্রসৈকতে ছুটি কাটাতে গেলেন স্টোকসরা। জোড়া হারের ধাক্কা সামলে ক্রিকেটাররা যাতে মানসিকভাবে চনমনে হয়ে ওঠেন, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড লয়েড। তিনি বলেছেন, নুসা এমন একটি সৈকত, যেখানে বিশ্রামের থেকে ধকল বেশি হয়! অ্যাডিলেডে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই। তার আগে স্টোকসদের ওখানে দেখে আমি বিস্মিত।

স্কুলপড়ুয়াদের পাশে মানবিক জকোভিচ

বেলগ্রেড, ৯ ডিসেম্বর : নোভাক জকোভিচের মানবিক মুখ। সার্বিয়ার ২২ টি স্কুলের মিড ডে মিলের খরচ বহন করছেন তিনি। সার্বিয়ায় স্কুলপড়ুয়াদের খাবারের খরচ সেদেশের সরকার বহন করে না। তাই এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন জকোভিচ। এই মানবিক উদ্যোগের জন্য সার্ব টেনিস তারকা খরচ হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬ কোটি টাকা। সেই অর্থ এসেছে জকো এবং তাঁর পুত্র স্টেফানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে।

জকোভিচ নিজে যুদ্ধবিধ্বস্ত সার্বিয়ায় বড় হয়েছেন। তাই শিশুদের বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাবার কতটা জরুরি, সেটা তিনি ভাল করেই জানেন। তাই অভুক্ত স্কুলপড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে পেরে দারুণ খুশি ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের মালিক। এই প্রসঙ্গে জকোভিচের বক্তব্য, এই দায়িত্ব পালন করতে পেরে দারুণ তৃপ্তি পেয়েছি। আমি কেরিয়ারে যতগুলো গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছি, এটা তার থেকেও বড় জয় আমার কাছে। আমি একই বছরে চার দেশে আলাদা আলাদা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছি। কিন্তু সেটা ছিল ব্যক্তিগত সাফল্য। তার থেকেও অনেক গুণ বেশি আনন্দ পেয়েছি ক্লাস অভুক্ত শিশুদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে পেরে। এই অনুভূতির কোনও তুলনা হয় না।

প্রসঙ্গত, ৩৮ বছর বয়সেও খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন জকোভিচ। তবে বয়স এবং চোট থাবা বসিয়েছে তাঁর পারফরম্যান্সে। এই বছর চার-চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে সেমিফাইনালে উঠেও খেতাব জিততে পারেননি। কখনও হয় কার্লোস আলকারেজ অথবা জানিক সিনার বা আলেকজান্ডার জেরেভের মতো কম বয়সীদের কাছে হেরেছেন। তবুও কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সার্ব টেনিস তারকা। শেষ পর্যন্ত জকোভিচ লক্ষ্যপূরণ করতে পারবেন কি না, তার উত্তর দেবে সময়। তবে তার আগে কোর্টের বাইরে আরও একটা জয় পেলেন তিনি। যা তাঁর কাছে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের থেকেও বেশি আনন্দের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২৬ বিশ্বকাপে নতুন নিয়ম। গরমের কারণে ম্যাচের দুই অর্ধেই থাকবে ‘হাইড্রেশন ব্রেক’

মাঠে ময়দানে

10 December, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

নজরে জশুয়া

প্রতিবেদন : জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী এবং ১০ হাজার মিটারে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উগান্ডার জশুয়া চেপতেগেই প্রথমবার অংশগ্রহণ করবেন টাটা স্টিল ২৫কে কলকাতা ম্যারাথনে। চারটি বিশ্বরেকর্ড রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। জশুয়াই এবারের কলকাতা ম্যারাথনের প্রধান আকর্ষণ। মেয়েদের বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার সুতুমে আসেফা কেবেদে ফিরছেন খেতাব ধরে রাখতে। কলকাতা ম্যারাথনের এবার দশম বর্ষ। অংশ নেবেন সারা বিশ্বের ২৩ হাজারের বেশি অ্যাথলিট। এবারের প্রতিযোগিতার জন্য বড় ঘোষণাও করেছে আয়োজকরা। ম্যারাথনে বিশ্বরেকর্ড গড়লে সংশ্লিষ্ট অ্যাথলিটকে ২৫০০০ মার্কিন ডলার বোনাস দেওয়া হবে।

এগিয়ে বাংলা

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে গোয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার পথে বাংলা। গতকালের ৫ উইকেটে ২৯৩ রান হাতে নিয়ে মঙ্গলবার মাঠে নেমেছিল বাংলা। কিন্তু ৩২৫ রানেই ইনিংস গুটিয়ে যায়। এদিন স্কোরবোর্ডে ৩২ রান তুলতে না তুলতেই পাঁচ উইকেট হারিয়েছে বাংলা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে গোয়ার রান ৬ উইকেটে ২০১। এখনও বাংলার থেকে ১২৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে গোয়া।

তিন পয়েন্ট

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে অসমের বিরুদ্ধে ড্র করল বাংলা। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে তিন পয়েন্টে এসেছে বাংলার ঝুলিতে। অসমের প্রথম ইনিংস ১৫০ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর, বাংলা প্রথম ইনিংসে তুলেছিল ২৩৬ রান। মঙ্গলবার অসম দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২৫৩ রান তোলার পর, ম্যাচের যবনিকা পতন ঘটে। জোড়া সেঞ্চুরি করেন অসমের নিহাল বৈশ্য (১১৭ রান) এবং আমন যাদব (১০০ রান)।

সিএলটি টিটি

প্রতিবেদন : আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে সিএলটি অডিটোরিয়ামে ইন্ডিয়ান অয়েল মন্তেসরি টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে। ৪ থেকে ৮ বছর বয়সী মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশ নেবে। এদের মধ্যে ১৬ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থী। এই টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রূপা মুখোপাধ্যায়।

মুম্বইয়ে র‍্যাম্পে হাঁটবেন মেসি, সঙ্গী সুয়ারেজও

প্রতিবেদন : ১৪ বছর পর আবার তিনি আসছেন কলকাতায়। তবে আর্জেন্টাইন ফুটবলের বরপুত্র লিওনেল মেসির এবার পা পড়বে কলকাতা-সহ ভারতের চার শহরে। তারই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে কলকাতা, মুম্বই, দিল্লি ও হায়দরাবাদে। শুক্রবার মধ্যরাতে শহরে আসছেন মেসি। শনিবাসরীয় যুবভারতীতে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জমকালো অনুষ্ঠানের সূচি আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। মুম্বইয়ের মেসি-মায়াও আকর্ষণীয় হতে চলেছে।

আরব সাগরের তীরে শচীন তেন্ডুলকর, রোহিত শর্মাদের সঙ্গে একই মঞ্চে থাকবেন মেসি। আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীকে মানবিক কারণে আয়োজিত ফ্যাশন শোয়ে র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখা যাবে। সেখানে মেসির গত বিশ্বকাপ জয়ের স্মারক নিলামে উঠতে পারে। তাঁকে বিশ্বকাপের কিছু স্মারক সঙ্গে আনার জন্য আয়োজকদের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে।

৪৫ মিনিটের বিশেষ ফ্যাশন শোয়ে মেসি ও তাঁর দীর্ঘদিনের ক্লাব সতীর্থ উরুগুয়ের সুপারস্টার লুইস সুয়ারেজের পুনর্মিলন দেখবেন অনুরাগীরা। ‘গোট ইন্ডিয়া ট্যুর ২০২৫’-এর উদ্যোক্তা ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত বলেছেন, মেসির সঙ্গে র‍্যাম্পে হাঁটতে পারেন সুয়ারেজ এবং আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার রডরিগো ডি পল। ফ্যাশন শো হবে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে। ১৪ ডিসেম্বরের সংরক্ষিত রাত মুম্বইয়ে। সেলিব্রিটি মডেল, তারকা ক্রিকেটার, ধনকুবের, বলিউড তারকারা উপস্থিত থাকবেন। স্প্যানিশ মিউজিক শোয়ে অংশ নেবেন সুয়ারেজ।

কলকাতা পর্বে মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে লেকটাউনে মেসির ৭০ ফুটের বিশাল মূর্তি উদ্বোধন করবেন মেসি।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মূর্তিতে তুলির শেষ টান দিতে ব্যস্ত শিল্পী মন্টি পাল। যিনি দিয়েগো মারাদোনারও মূর্তি তৈরি করেছিলেন। নিরাপত্তার কারণে মেসি সশরীরে লেকটাউনের শ্রীভূমি ক্লাবে গিয়ে নিজের মূর্তি উদ্বোধন করতে পারবেন না। পুলিশ আগের সূচি বাতিল করেছে। বাইপাসের ধারের হোটেল থেকেই ভার্চুয়ালি মূর্তির উদ্বোধন করবেন ফুটবলের জাদুকর। যুবভারতীতে মেসি মায়ার সাক্ষী থাকবেন ৭০ হাজারের উপর মানুষ। শতদ্রু বলেন, প্রচুর চাহিদা থাকায় ৭৫ হাজার আসন রাখা হচ্ছে। কাউন্টার থেকে ফের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে।

আইপিএল নিলামে ডি’কক, বাংলার ৮

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর : আগামী সপ্তাহে ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে আইপিএলের মিনি নিলাম। মঙ্গলবার বিসিসিআই নিলামে নথিভুক্ত প্রাথমিক তালিকা ছোট করে ফেলল। ১৩৯০ জন ক্রিকেটারের তালিকা থেকে হাজারের উপর খেলোয়াড় বাদ দিয়ে ৩৫০ জনকে নিলামের জন্য চূড়ান্ত করল বোর্ড। যার মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয় এবং ১১০ জন বিদেশি। শেষ মুহূর্তে তালিকায় জায়গা করে নিলেন ভারতের বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া ওয়ান ডে সিরিজে দাপট দেখানো দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ওপেনার কুইন্টন ডি’কক।

আবু ধাবিতে নিলামে প্রধান আকর্ষণ হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। শোনা যাচ্ছে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের নজরে রয়েছেন তিনি। আন্দ্রে রাসেলের বিকল্প হিসেবে গ্রিনকে নিতে চায় কেকেআর। নিলামে এবার সবচেয়ে বেশি ৬৪.৩০ কোটি টাকা নিয়ে ঢুকবে শাহরুখ খানের দল। সর্বোচ্চ ২ কোটির বেস প্রাইসে রয়েছেন ৪০ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে দু’জন ভারতীয়। একজন কেকেআরে খেলা ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং অন্যজন লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণোই। প্রাথমিক তালিকায় না থাকলেও দলগুলির অনুরোধে ডি’ককের নাম রাখা হয়েছে।

বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাপড ক্রিকেটারদের মধ্যে স্পেশালিস্টরা শুরুতেই নিলামে উঠবে। সেখানে গ্রিন ছাড়াও ভেঙ্কটেশ, রাচিন রবীন্দ্র, লিয়াম লিভিংস্টোনদের নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এছাড়াও স্টিভ স্মিথ, ট্রিস্টান স্টাবস, আনরিখ নর্তজেরা থাকছেন।

বাংলার আটজন ক্রিকেটার নিলামের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন। আকাশ দীপ ছাড়া করণ লাল, সায়ন ঘোষ, ইরফান আফতাব, ঈশান পোড়েল, রবি কুমার, ব্রিজেশ শর্মা এবং শ্রেয়ান চক্রবর্তী। আকাশকে এবার ধরে রাখেনি লখনউ সুপার জায়ান্টস।

ক্রীড়ামন্ত্রকের প্রস্তাব, আজ বৈঠকে ক্লাবেরা

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটানোর মরিয়া একটা চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নতুন প্রস্তাব নিয়ে বুধবার বৈঠকে বসছে ক্লাবগুলি। ইস্টবেঙ্গল ছাড়া ১৩ ক্লাবের জোট কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, ইপিএলের ধাঁচে তারা নিজেরাই মালিকানা হাতে রেখে আইএসএল আয়োজন করতে চায়। জানা গিয়েছে, ক্লাবেদের সেই প্রস্তাবে সম্মতি থাকলেও আরও কিছু বিষয় সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে চায় ক্রীড়ামন্ত্রক। তার মধ্যেই কেন্দ্রের পরামর্শ, নতুন স্পনসরশিপ চুক্তি চূড়ান্ত না-হওয়া পর্যন্ত ক্লাবগুলিকেই লিগ চালানোর অন্তর্বর্তীকালীন খরচ বহন করতে হবে। সরকার কোনওভাবে লিগ চালানোর জন্য টাকা দেবে না।

এফএসডিএল বা অন্য কোনও বিনিয়োগকারী না পেলে ক্লাবেরা চায় নিজেরাই লিগ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে। ম্যাচ আয়োজন থেকে সম্প্রচার---সব ব্যাপারটাই বুঝে নিতে চেয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল ক্লাব জোট। এফএসডিএল দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ছাড়া এগোতে চায় না। তবে এটাও জানা যাচ্ছে, এফএসডিএল-কে সঙ্গে নিয়েই আইএসএল আয়োজন করতে উদ্যোগী ক্লাবগুলি। ক্লাবেরা লিগ আয়োজন করলে এফএসডিএল যুক্ত হতে আগ্রহী। কিন্তু শেয়ার ও রেভিনিউ মডেল কী হবে, সব পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকছে কি না, এ সবই দেখার। শোনা যাচ্ছে, দু’টি বা তিনটি ভেনুতে ডাবল লেগেই আইএসএল হতে পারে। ওড়িশা ও মহামেডান বাদ পড়তে পারে।

কাল মাঠে লোবেরা, আনোয়ার নিয়ে স্বস্তি

প্রতিবেদন : মোহনবাগানের নতুন হেড কোচ সের্জিও লোবেরা ভিসা সমস্যা মিটিয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে শহরে চলে এলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে দল নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন। নতুন কোচের আসার খবরে মঙ্গলবার ক্লাব মাঠে বাড়তি অনুশীলন করেন জেসন কামিন্স, লিস্টন কোলাসোরা। দিমিত্রি পেত্রাতোস এদিন শুধু হাঁটেন। বুধবার অনুশীলনে ছুটি।

মোহনবাগানকে স্বস্তি দিল ইস্টবেঙ্গলে আনোয়ার আলির ট্রান্সফার নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ। আনোয়ার মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ চেয়ে রঞ্জিত বাজাজের আবেদন নাকচ করে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই ইস্যুতে তিনি কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারবেন না।

ফেডারেশনের গড়িমসিতে গত ১৬ মাস ধরে আনোয়ার-মামলা ঝুলে রয়েছে। অ্যাপিল কমিটি আনোয়ারকে শাস্তি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অ্যাপিল কমিটির এক সদস্য পদত্যাগ করায় কোরাম না থাকায় কোনও বৈঠক ডাকতে পারেনি ফেডারেশন। গত ১৬ মাস ধরে নানা কারণে মিটিং স্থগিত রাখতে হয় বিচারপতি রাজেশ ট্যান্ডনের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য রয়েছে জানুয়ারি ২০২৬-এর ১৯ জানুয়ারি। এদিন দিল্লি হাইকোর্টে শুনানিতে বিচারপতি শচীন দত্ত তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, আমি কোনও রায় বা নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চাই না। বিচারপতি ট্যান্ডনের কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত নয়।

২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় একটি নতুন অ্যাপিল কমিটি গঠনের পরিকল্পনা থাকলেও শুনানির জন্য আরও চার সদস্যের উপস্থিতির কথা আবেদনে উল্লেখ করেছিলেন আনোয়ার। এখন দেখার, অ্যাপিল কমিটি কী সিদ্ধান্ত নেয়। তবে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক, আনোয়ার ও ইস্টবেঙ্গল তা মানতে বাধ্য।

কটকে প্রথম টি-২০ ম্যাচের দিনেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন গম্ভীর-সূর্যরা

হার্দিকের দাপটে জয় হো

ভারত: ১৭৫/৬ (২০ ওভার)
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৭৪/১০ (১২.৩ ওভার)

কটক, ৯ ডিসেম্বর : চোট সরিয়ে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে ফিরেই নায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। মঙ্গলবার কটকে তাঁর দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে ১০১ রানের বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল ভারত।

বরাবাটি স্টেডিয়ামে লাল মাটির ২২ গজের বাড়তি বাউন্স সামলাতে যখন দু'দলের বাকি ব্যাটাররা হিমশিম খেলেন, তখন ব্যতিক্রম হার্দিক। দল যখন ১০৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে, তখন ২৮ বলে অপরাজিত ৫৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস এল হার্দিকের ব্যাট থেকে। যা ভারতকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দিয়েছিল। এরপর বল হাতে ১৬ রান দিয়ে নিলেন ১ উইকেট। পাল্লা দিয়ে ভাল বল করলেন বাকি ভারতীয় বোলাররাও। অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল নিলেন ২টি করে উইকেট। নিটফল, ৭৪ রানেই গুটিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা।

ভারতীয় ইনিংসের শুরুটা মোটেই ভাল হয়নি। প্রথম ওভারেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন শুভমন গিল। ঘাড়ের চোট সারিয়ে ২২ গজে ফেরা শুভমন (৪ রান) টিকলেন মাত্র দু'বল। প্রথম বলেই চার মারার পর, লুনডি এনগিডির পরের বলও তুলে মারতে গিয়ে মার্কো জেনসেনের হাতে ধরা পড়েন তিনি। সূর্যকুমার যাদবও শুরুটা করেছিলেন চার ও ছয় মেরে। কিন্তু ১১ বলে ১২ রান করে নিজের উইকেট উপহার দিয়ে এলেন ভারত অধিনায়ক। তিনিও এনগিডির শিকার।

অভিষেক শর্মাও খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১২ বলে ১৭ করে তিনি লুথো সিমপালার শিকার হন। প্রত্যাশা পূরণ করতে

ছয় মারছেন ম্যাচের সেরা হার্দিক। মঙ্গলবার কটকে

পারলেন না তিলক ভার্মা ও অক্ষর প্যাটেলও। ৩২ বলে ২৬ করার পর এনগিডিকে পুল মারতে গিয়ে আউট হন তিলক। ২১ বলে ২৩ করে সিমপালার দ্বিতীয় শিকার হন অক্ষর। হার্দিক অবশ্য ক্রিজে এসেই চালাতে শুরু করেছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে স্কোরবোর্ড সচল রেখেছিলেন তিনি। হার্দিক ২৫ বলে ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। তাঁর ২৮ বলের ঝোড়ো ইনিংসে ছিল ৬টি চার ও ৪টি ছয়। হার্দিকের সঙ্গে জিতেশ শর্মা ৫ বলে ১০ করে নট আউট থাকেন।

রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই কুইন্টন ডি'ককে (০) হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বোলার অর্শদীপ সিং। নিজের দ্বিতীয় ওভারে অর্শদীপ তুলে নেন ট্রিস্টান স্টাবসকেও (৯ বলে ১৪)। এরপর শুধুই উইকেট হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিছুটা লড়াই করেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (১৪ বলে ২২ রান)।

তৃতীয় তারার প্রস্তুতি সূর্যদের

কটক, ৯ ডিসেম্বর : তৃতীয় তারার লক্ষ্যে দৌড় শুরু করে দিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। মঙ্গলবারই আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের নতুন জার্সিতে ফোটোশুট করে সেই জার্সি গায়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন সূর্যরা। বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে সূর্যকে বলতে শোনা গিয়েছিল, কাঁধে তিনটে সাদা দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জার্সিটাও দারুণ ফিট করেছে। বুকে এর মধ্যেই দুটো তারা এসে গিয়েছে। এবার তিন নম্বর তারার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

বুমরাকে অভিনন্দন সূর্যর। মঙ্গলবার কটকে

ভারত ইতিমধ্যেই দুটো টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। তাই জার্সিতে দু'টি তারার লোগো রয়েছে। তৃতীয় তারা বলতে সূর্য আরও একবার কাপ জেতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাতে দক্ষিন আফ্রিকাকে ১০১ রানে হারিয়ে দৌড় শুরু করল ম্যান ইন ব্লু ব্রিগেড। বিশ্বকাপের আগে সূর্যদের হাতে রইল আর ৯টি ম্যাচ। ম্যাচের সেরা হার্দিক বলে গেলেন, পিচে ভাল বাউন্স ছিল। ফলে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। আমি ক্রিজে গিয়ে সাহসী ব্যাটিং করার চেষ্টা করেছি। নিজের স্ট্রোক প্লে-র উপর আস্থা ছিল।

তাঁর সংযোজন, আজ ব্যাট করে খুব তৃপ্তি পেয়েছি। এশিয়া কাপে চোট পাওয়ার পর নিজেকে চোটমুক্ত ও ফিট করে তোলার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। আজ দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে ভাল লাগছে। বল করেও উইকেট পেলাম। তবে ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশের জয়। কয়েক মাসের মধ্যেই এই জার্সিতে আরও একটা তারা যোগ করতে চাই।

শ্রীলঙ্কা সিরিজে ফিরছেন স্মৃতি

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ দিয়েই ২২ গজে ফিরতে চলেছেন স্মৃতি মান্ধানা। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের কুড়ি-বিশের সিরিজ খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। মঙ্গলবার সেই সিরিজের জন্য ১৬ জনের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। প্রত্যাশিতভাবেই নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কৌর। সহ-অধিনায়ক স্মৃতি। দলে রয়েছেন বাংলার রিচা ঘোষও। ওয়ান ডে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এটাই হরমনপ্রীতদের প্রথম সিরিজ। সুরকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিয়ে ভাঙার ঘোষণার পরের দিনই নেটে ব্যাট হাতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন স্মৃতি। ব্যক্তিগত জীবনের ধাক্কা সামলে চামারি আট্টাপাটুদের বিরুদ্ধে তিনি কতটা নিজেকে মেলে ধরতে পারেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, ২১ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচেও একই ভেন্যুতে, ২৩ ডিসেম্বর। বাকি তিনটে ম্যাচ যথাক্রমে ২৬, ২৮ ও ৩০ ডিসেম্বর। এই তিনটে ম্যাচই হবে তিরুঅনন্তপুরমে।

রো-কো'র পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীরকে তোপ আফ্রিদির

করাচি, ৯ ডিসেম্বর : এবার ওয়াঘার ওপার থেকেও সমর্থন পেলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। প্রাক্তন পাক তারকা শাহিদ আফ্রিদি রো-কো'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একহাত নিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরকে।

গম্ভীরের সঙ্গে বরাবরই অম্লমধুর সম্পর্ক আফ্রিদির। রোহিত-বিরাটের বিশ্বকাপ ভাগ্য যেভাবে গম্ভীর ঝুলিয়ে রেখেছেন, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত একদিনের সিরিজে রো-কো'র আগুনে ফর্মের প্রসঙ্গ তুলে আফ্রিদি বলেছেন, গম্ভীর এমনভাবে কোচিং করা শুরু করেছিল যেন ওর কথাই শেষ কথা! ও যা বলবে, সেটাই ঠিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কেউ সব সময় ঠিক হতে পারে না। গম্ভীর অনেক ক্ষেত্রেই ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

আফ্রিদি আরও বলেছেন,

> **রোহিত ও বিরাট আজও ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। ওরা যে ফর্মে রয়েছে, তাতে অনায়াসে ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে পারে**

রোহিত ও বিরাট আজও ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। ওরা যে ফর্মে রয়েছে, তাতে অনায়াসে ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে পারে। গম্ভীরের উচিত ওদেরকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করা। তুলনায় দুর্বল দলগুলোর বিরুদ্ধে রোহিত-বিরাটকে বিশ্রাম দিয়ে তরুণদের দেখে নিতে পারে।

এদিকে, পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে সবথেকে বেশি ছয় মারার রেকর্ড দীর্ঘদিন ছিল আফ্রিদির দখলে। যা সম্প্রতি ভেঙেছেন রোহিত। এই প্রসঙ্গে আফ্রিদির বক্তব্য, রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য। আমি খুশি যে, আমার পছন্দের একজন ক্রিকেটার এই রেকর্ড ভেঙেছে। আইপিএলে ডেকান চাজার্সে রোহিতের সঙ্গে খেলেছি। ওর প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখনই জানতাম, রোহিত একদিন ভারতের হয়ে খেলবে। ও শুধু খেলেইনি, নিজেদের সেরা ব্যাটারদের অন্যতম হিসাবে প্রমাণও করেছে।